শ্রীমদ্ভাগবত (১০।২২।৩৩)—

অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবিনাম্ ।
সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ ॥ ৪৬ ॥

তাহা শুনিয়া বৃক্ষাঙ্গগণের আনন্দ ঃ—

এই আজ্ঞা কৈল যদি চৈতন্য-মালাকার ।
পরম আনন্দ পাইল বৃক্ষ-পরিবার ॥ ৪৭ ॥

অধিকার-নির্ব্বিশেষে প্রেমফল-বিতরণ ঃ—

যেই যাঁহা তাঁহা দান করে প্রেমফল ।
ফলাস্বাদে মত্ত লোক হইল সকল ॥ ৪৮ ॥
মহামাদক প্রেমফল পেট ভরি' খায় ।
মাতিল সকল লোক—হাসে, নাচে, গায় ॥ ৪৯ ॥
কেহ গড়াগড়ি যায়, কেহ ত' হুঙ্কার ।
দেখি' আনন্দিত হঞা হাসে মালাকার ॥ ৫০ ॥

জীবকে নিজানুরূপ কৃষ্ণপ্রেমার্পণদ্বারা মহাভাগবতকরণ ঃ—

এই মালাকার খায় এই প্রেমফল ।
নিরবধি মত্ত রহে, বিবশ-বিহ্বল ॥ ৫১ ॥
সর্ব্বলোকে মত্ত কৈলা আপন-সমান ।
প্রেমে মত্ত লোক বিনা নাহি দেখি আন ॥ ৫২ ॥

অধম নিন্দকাদিরও কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তি-ফলে উদ্ধার ঃ—

যে যে পূর্ব্বে নিন্দা কৈল, বলি' মাতোয়াল ।
সেই ফল খায়, নাচে, বলে—ভাল, ভাল ॥ ৫৩ ॥
এই ত' কহিলুঁ প্রেমফল-বিতরণ ।
এবে শুন, ফলদাতা যে যে শাখাগণ ॥ ৫৪ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে ভক্তিকল্পতরুবর্ণনং নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৬। বৃক্ষদিগকে উদ্দেশ করিয়া কহিতেছেন,—অহো! ইঁহারা সকল প্রাণীর উপজীবন। ইঁহাদের জন্ম সফল। ইঁহাদের নিকট হইতে অর্থীসকল বিমুখ হইয়া যায় না। ইঁহারা সুজনগণের ন্যায় ব্যবহার করেন।

ইতি অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে নবম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

৪৬। বস্ত্রহরণ-লীলান্তে নিজ-সখা গোপবালকগণের সহিত বহুদূর গমন করিয়া বৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে বৃক্ষগণের সহিষ্ণুতা ও সর্ব্বদা পরোপকার-প্রবৃত্তি দেখিয়া উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া সখাগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য,—

অহো এষাং (বৃক্ষাণাং) সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবনং (সর্ব্বেষাং প্রাণিনাম্ উপজীবনং) জন্ম সুজনস্য ইব বরং (শ্রেষ্ঠং),—যেষাং (যেভ্যঃ) অর্থিনঃ (প্রার্থিনঃ) বিমুখাঃ (বিফলাভীষ্টাঃ সন্তঃ) ন যান্তি (প্রত্যাবর্ত্তন্তে)।

ইতি অনুভাষ্যে নবম পরিচ্ছেদ।

দশম পরিচ্ছেদ

কথাসার—দশম পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজশাখা-বর্ণন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

গৌরভক্ত-বন্দনা ঃ—

শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজ-মধুপেভ্যো নমো নমঃ ।
কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্ যেষাং শ্বাপি তদ্গন্ধভাগ্‌ভবেৎ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মমধুপদিগকে আমি বারবার নমস্কার করি। তাঁহাদিগকে কোনপ্রকারে আশ্রয় করিলে কুক্কুরও সেই পাদপদ্মগন্ধ লাভ করে।

অনুভাষ্য

১। শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজমধুপেভ্যঃ (শ্রীচৈতন্যস্য পদাম্ভোজয়োঃ মধুঃ ভক্তিরসং পিবন্তি যে মধুপাঃ ভৃঙ্গাঃ তেভ্যঃ গৌরভক্তেভ্যঃ) নমো নমঃ ;—যেষাং কথঞ্চিৎ (কেনচিৎ অপি প্রকারেণ) আশ্রয়াৎ শ্বা (কুক্কুরঃ—ভোগাপরঃ ভগবদ্ভক্তৌ শ্রদ্ধাহীনঃ) অপি তদ্-গন্ধভাক্ (তয়োঃ গৌরপদকমলয়োঃ গন্ধং ভজতি প্রাপ্নোতি ইতি গৌরভক্তিমান্) ভবেৎ।

গৌর-কল্পতরুর মূলশাখা-বর্ণন ঃ—

এই মালীর—এই বৃক্ষের অকথ্য কথন ।
এবে শুন মুখ্য-শাখার নাম-বিবরণ ॥ ৩ ॥

গৌরভক্তে গুরু-লঘু-ভেদ নাই ঃ—

চৈতন্য-গোসাঞির যত পারিষদচয় ।
লঘু-গুরু-ভাব তাঁর না হয় নিশ্চয় ॥ ৪ ॥
যত যত মহান্ত কৈলা তাঁ-সবার গণন ।
কেহ করিবারে নারে জ্যেষ্ঠ-লঘু-ক্রম ॥ ৫ ॥
অতএব তাঁ-সবারে করি' নমস্কার ।
নাম-মাত্র করি, দোষ না লবে আমার ॥ ৬ ॥
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রেমামরতরোঃ প্রিয়ান্ ।
শাখারূপান্ ভক্তগণান্ কৃষ্ণপ্রেমফলপ্রদান্ ॥ ৭ ॥

(১—ক, খ, গ, ঘ) শ্রীবাস-শ্রীরামাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়-শাখা ঃ—

শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত ।
দুই ভাই—দুই শাখা, জগতে বিদিত ॥ ৮ ॥
শ্রীপতি, শ্রীনিধি—তাঁর দুই সহোদর ।
চারি ভাইর দাস-দাসী, গৃহ-পরিকর ॥ ৯ ॥

তাঁহাদের ঐকান্তিকী গৌরভক্তি ঃ—

দুই শাখার উপশাখায় তাঁ-সবার গণন ।
যাঁর গৃহে মহাপ্রভুর সদা সঙ্কীর্ত্তন ॥ ১০ ॥
সবংশে করেন যাঁরা চৈতন্যের সেবা ।
গৌরচন্দ্র বিনা নাহি জানে দেবী-দেবা ॥ ১১ ॥

(২) শ্রীচন্দ্রশেখর-শাখা ঃ—

'আচার্য্যরত্ন'-নাম ধরে বড় এক শাখা ।
তাঁর পরিকর, তাঁর শাখা-উপশাখা ॥ ১২ ॥
আচার্য্যরত্নের নাম 'শ্রীচন্দ্রশেখর' ।
যাঁর ঘরে দেবী-ভাবে নাচিলা ঈশ্বর ॥ ১৩ ॥

(৩) শ্রীপুণ্ডরীক-শাখা ঃ—

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি—বড়শাখা জানি ।
যাঁর নাম লঞা প্রভু কান্দিলা আপনি ॥ ১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ প্রেমকল্পবৃক্ষের কৃষ্ণপ্রেমফলদাতা শাখারূপ তৎপ্রিয় ভক্তগণকে আমি বন্দনা করি।

অনুভাষ্য

৭। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রেমামরতরোঃ (গৌরপ্রেম-দেববৃক্ষস্য) কৃষ্ণপ্রেমফলপ্রদান্ শাখারূপান্ প্রিয়ান্ ভক্তগণান্ অহং বন্দে।

৮-১১। শ্রীবাস—গৌরগণোদ্দেশে (৯০ শ্লোক)—"শ্রীবাস-পণ্ডিতো ধীমান্ যঃ পুরা নারদো মুনিঃ। পর্ব্বতাখ্যো মুনিবরো য আসীন্নারদপ্রিয়ঃ। শ্রীরামপণ্ডিতঃ শ্রীমান্ তৎকনিষ্ঠসহোদরঃ।।" "নাম্নাম্বিকা ব্রজে ধাত্রী স্তন্যদাত্রী স্থিতা পুরা। সৈবেয়ং 'মালিনী' নাম্নী শ্রীবাসগৃহিণী মতা।।"* শ্রীবাসেরই ভ্রাতৃসুতা—ঠাকুর-বৃন্দাবন-জননী নারায়ণী দেবী।

শ্রীবাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর নবদ্বীপের বাসস্থান ছাড়িয়া কুমারহট্টে বাস করিয়াছিলেন,—এ কথা চৈতন্য-ভাগবতাদি-গ্রন্থপাঠে (অন্ত্য ৫ম অঃ) জানা যায়।

১৩। শ্রীচন্দ্রশেখর,—শ্রীমান্ নবনিধির অন্যতম, অথবা চন্দ্র (?)। ইঁহারই গৃহে মহাপ্রভুর দেবীভাবে নৃত্যাভিনয় হইয়াছিল (চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১৮ অঃ)। এই চন্দ্রশেখরের গৃহই সম্প্রতি 'ব্রজপত্তন'-নামে সুপ্রসিদ্ধ। ইনি পূর্ব্বেই শ্রীনিত্যানন্দের প্রমুখাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-কথা জ্ঞাত হইয়াছিলেন (চৈঃ ভাঃ মধ্য,

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩। শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন—কোন কোন গ্রন্থমতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মেসো।

১৪। শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি—চট্টগ্রামবাসী।

অনুভাষ্য

২৬ অঃ) এবং সন্ন্যাসকালে শ্রীনিত্যানন্দ ও মুকুন্দদত্তের সঙ্গে কাটোয়ায় উপস্থিত থাকিয়া সন্ন্যাসকালোচিত কার্য্যাদি সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ-সংবাদ সকলকে বলিয়াছিলেন। ইঁহার গৃহে মহাপ্রভুর কীর্ত্তনের কথা—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ৮মঃ অঃ, কাজীদলন-কালে নগরকীর্ত্তন-সঙ্গে ও শ্রীধর-কৃপাকালে ইঁহার উপস্থিতি—মধ্য, ২৩শ পঃ দ্রষ্টব্য। ইঁনি গৌড়দেশ হইতে শ্রীক্ষেত্রে ভক্তগণসহ গমন করিতেন।

১৪। শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি,—গৌরগণোদ্দেশে ৫৪ শ্লোক —"বৃষভানুতয়া খ্যাতঃ পুরা যো ব্রজমণ্ডলে। অধুনা পুণ্ডরী-কাক্ষো বিদ্যানিধি-মহাশয়ঃ।। স্বকীয়ভাবমাস্বাদ্য রাধা-বিরহ-কাতরঃ। চৈতন্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষময়ে তাতাবদৎ স্বয়ম্।। 'প্রেমনিধি' তয়া খ্যাতিং গৌরো যস্মৈ দদৌ সুধীঃ। মাধবেন্দ্রস্য শিষ্যত্বাৎ গৌরবঞ্চ সদাকরোৎ। রত্নাবতী তু তৎপত্নী কীর্ত্তিদা কীর্ত্তিতা বুধৈঃ।।"* ইঁহার পিতার নাম—'বাণেশ্বর', (মতান্তরে 'শুক্লাম্বর'

** যিনি পূর্ব্বে শ্রীনারদমুনি ছিলেন, তিনিই এখন শ্রীবাস পণ্ডিতরূপে খ্যাত। নারদ-প্রিয় শ্রীপর্ব্বতমুনিই শ্রীবাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরাম পণ্ডিত। পূর্ব্বে যিনি ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের স্তন্যদাত্রী ধাত্রী-মাতা 'অম্বিকা' ছিলেন, তিনিই এখন শ্রীবাস-পত্নী শ্রীমালিনীদেবী।*

** পূর্ব্বে যিনি ব্রজমণ্ডলে বৃষভানুরূপে খ্যাত ছিলেন, তিনিই অধুনা পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যানিধি। স্বকীয়ভাব অবলম্বন করত রাধাভাবে বিরহকাতর শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু পুণ্ডরীকাক্ষকে স্বয়ং পিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে 'প্রেমনিধি' উপাধি দিয়াছিলেন এবং শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীপাদের শিষ্য বলিয়া তাঁহাকে সর্ব্বদা সম্মান করিতেন। তাঁহার পত্নী 'রত্নাবতী' কিন্তু পণ্ডিতগণদ্বারা 'কীর্ত্তিদা'-বলিয়াই কথিত হইতেন।*

(৪) শ্রীগদাধর-শাখা ঃ—

বড় শাখা—গদাধর পণ্ডিত-গোসাঞি।
তেঁহো লক্ষ্মীরূপা, তাঁর সম কেহ নাই ॥ ১৫ ॥
তাঁর শিষ্য-উপশিষ্য,—তাঁর উপশাখা।
এইমত সব শাখা-উপশাখার লেখা ॥ ১৬ ॥

(৫) শ্রীবক্রেশ্বর-মহিমা ও শাখা ঃ—

বক্রেশ্বর পণ্ডিত—প্রভুর বড় প্রিয় ভৃত্য।
এক-ভাবে চব্বিশ প্রহর যাঁর নৃত্য ॥ ১৭ ॥
আপনে মহাপ্রভু গায় যাঁর নৃত্যকালে।
প্রভুর চরণ ধরি' বক্রেশ্বর বলে ॥ ১৮ ॥

অনুভাষ্য

ব্রহ্মচারী) ও মাতার নাম—গঙ্গাদেবী। মতান্তরে, বাণেশ্বর—শিবরাম গঙ্গোপাধ্যায়ের বংশজাত। বিদ্যানিধির পিতা ঢাকা-জেলার বাঘিয়া-গ্রাম-নিবাসী বারেন্দ্র-শ্রেণীর বিপ্র ছিলেন বলিয়া তথাকার রাঢ়ীয় বিপ্রসমাজ তাঁহাকে গ্রহণ করেন নাই ; এই কারণে তাঁহার শাক্ত অধস্তনগণ 'একঘরে' হইয়া সমাজের 'একঘরে' লোকদিগকেই যাজন করিয়া আসিতেছেন। ইদানীন্তন তাঁহাদের মধ্যে একজন 'সরোজানন্দ গোস্বামী' নাম-ধারণপূর্ব্বক বৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদের বংশের একটী বিশেষত্ব এই যে, ভ্রাতৃগণের মধ্যে একজনেরই পুত্র জন্মে, অন্যান্য ভ্রাতৃগণের হয় কন্যা জন্মে, নতুবা আদৌ সন্তান হয় না ; এজন্যই এই বংশটি তত বিস্তৃতি লাভ করে নাই। চট্টগ্রামের ছয় ক্রোশ উত্তরে 'হাট-হাজারি' নামে একটী থানা আছে। উহার এক ক্রোশ পূর্ব্বে 'মেখলাগ্রামে' ইঁহার পূর্ব্ব-নিবাস ছিল। চট্টগ্রাম-সহর হইতে স্থলপথে অশ্বযানে বা গো-যানে, অথবা জলপথে নৌকা বা ষ্টিমার-যোগে যাওয়া যায়। ষ্টিমারে অন্নপূর্ণার ঘাট, তথা হইতে শ্রীপাট—দুই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

বিদ্যানিধির ভজনমন্দিরটী—অধুনা নিতান্ত জীর্ণ ও অপরিষ্কৃত ; সংস্কৃত না হইলে শীঘ্রই লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। মন্দিরগাত্রে ইষ্টকফলকে দুইটী শ্লোক খোদিত আছে ; অক্ষরগুলি বিকৃত হওয়ায় পাঠোদ্ধার বা অর্থোপলব্ধি হয় না। এই মন্দিরটীর ৪০০/৫০০ হস্ত দূরে দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে আর একটী মন্দির দেখা যায় ; উহার গাত্রস্থিত ইষ্টক-ফলক-লিপিরও পাঠোদ্ধার হয় না। ইহারই সম্মুখে ১৫/২০ হস্ত দূরে উত্তরপার্শ্বে আর একটী মন্দিরের অবস্থানের কথা পতিত বহু ইষ্টকখণ্ড-দর্শনে জানা যায়। প্রবাদ,—উহাই মুকুন্দ দত্তের ভজনমন্দির ছিল।

মহাপ্রভু ইঁহাকে 'বাপ' বলিয়া ডাকিতেন এবং 'প্রেমনিধি' নাম দিয়াছিলেন। ইনি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর গুরু ও শ্রীদামোদর স্বরূপের সুহৃৎ। অবোধ জীবকে সতর্ক করিয়া মঙ্গল শিক্ষা দিবার উদ্দেশে পণ্ডিত-গোস্বামী বিদ্যানিধিকে প্রথমে বিষয়ি-জ্ঞানে ভুল বুঝিবার অভিনয় করিয়া পরিশেষে তাঁহার নিকট দীক্ষাভিনয়-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীজগন্নাথদেব-কর্ত্তৃক তাঁহার গণ্ডদেশে চপেটাঘাত-বৃত্তান্ত—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ১১শ পঃ দ্রষ্টব্য।

পুণ্ডরীকের বংশে শ্রীহরকুমার স্মৃতিতীর্থ ও শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর বিদ্যালঙ্কার অধুনা বর্ত্তমান আছেন। (বৈষ্ণব-মঞ্জুষা—১ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫-১৬। গদাধরপণ্ডিত গোসাঞি (গৌঃ গঃ ১৪৭, ১৫৩ শ্লোক)—"শ্রীরাধাপ্রেমরূপা যা পুরা বৃন্দাবনেশ্বরী। সা শ্রীগদাধরো গৌরবল্লভঃ পণ্ডিতাখ্যকঃ।। নির্ণীতঃ শ্রীস্বরূপৈর্যো ব্রজলক্ষ্মীতয়া যথা। পুরা বৃন্দাবনে লক্ষ্মীঃ শ্যামসুন্দর-বল্লভা। সাদ্য গৌরপ্রেম-লক্ষ্মীঃ শ্রীগদাধরপণ্ডিতঃ। রাধামনুগতা যত্তল্ললিতাপ্যনুরাধিকা। অতঃ প্রাবিশদেষা তং গৌরচন্দ্রোদয়ে যথা।।'*

আদি ১২শ পঃ শেষভাগে গদাধর-শাখা দ্রষ্টব্য।

১৭। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত—গৌরগণোদ্দেশে ৭১ শ্লোক—"ব্যূহস্তুর্য্যোঽনিরুদ্ধোঃ যঃ স বক্রেশ্বরপণ্ডিতঃ। কৃষ্ণাবেশজ-নৃত্যেন প্রভোঃ সুখমজীজনৎ।। সহস্রগায়কান্মহ্যং দেহি ত্বং করুণাময়। ইতি চৈতন্যপাদে য উবাচ মধুরং বচঃ। স্বপ্রকাশ-বিভেদেন শশিরেখা তমাবিশৎ।।"

শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—"রাধাকৃষ্ণরস-প্রকাশনপরং গানাবলীভূষিতং, বৃন্দারণ্যসুখপ্রচারজনিতং স্তম্ভাদি-ভাবান্বিতম্। শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভো রসমিলন্নৃত্যাবতারাঙ্কুরং শ্রীবক্রেশ্বরপণ্ডিতং দ্বিজবরং চৈতন্যভক্তং ভজে।। নিত্যং তিষ্ঠতি তত্রৈব তুঙ্গবিদ্যা সমুৎসুকা। বিপ্রলব্ধাত্বমাপন্না শ্রীকৃষ্ণে রতিযুক্ সদা।। অস্যা বয়ঃ প্রমাণং স্যাৎ অসৌ গৌররসে পুনঃ। বক্রেশ্বর ইতি খ্যাতমাপন্না হি কলৌ যুগে।।"* ইনি শ্রীবাস-অঙ্গনে ও চন্দ্রশেখর-ভবনে মহাপ্রভুর কীর্ত্তনে নর্ত্তন করিতেন। দেবানন্দের

** পূর্ব্বে যিনি বৃন্দাবনেশ্বরী প্রেমরূপা শ্রীমতী রাধিকা ছিলেন, তিনিই অধুনা গৌরপ্রিয় শ্রীগদাধর-পণ্ডিত। তিনি শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভুকর্ত্তৃক ব্রজলক্ষ্মীরূপে নির্ণীত হইয়াছেন। পূর্ব্বের শ্যামসুন্দর-বল্লভা বৃন্দাবন-লক্ষ্মীই এই লীলায় গৌরপ্রেম-লক্ষ্মী শ্রীগদাধর-পণ্ডিত। 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়'-গ্রন্থ-অনুসারে শ্রীরাধার অনুগতা বলিয়া 'অনুরাধা'-রূপে খ্যাতা শ্রীললিতাদেবী গদাধর পণ্ডিতে প্রবেশ করিয়াছেন।*

** চতুর্ব্যূহ-মধ্যে যিনি অনিরুদ্ধ, তিনিই বক্রেশ্বর পণ্ডিত। কৃষ্ণাবেশ-জনিত নৃত্যদ্বারা তিনি প্রভুর সুখবিধান করিতেন। তিনি মধুরবাক্যে শ্রীচৈতন্যদেবকে বলিতেন,—'হে করুণাময়! তুমি আমাকে সহস্র গায়ক প্রদান কর।' শ্রীশশিরেখা স্বীয় প্রকাশবিশেষে তাঁহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন।*

"দশসহস্র গন্ধর্ব্ব মোরে দেহ' চন্দ্রমুখ।
তারা গায়, মুঞি নাচি—তবে মোর সুখ॥" ১৯॥
প্রভু বলেন—তুমি মোর পক্ষ এক শাখা।
আকাশে উড়িয়া যাঙ, পাঙ আর পাখা॥ ২০॥

(৬) শ্রীজগদানন্দের মাহাত্ম্য ঃ—

পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ।
লোকে খ্যাত যেঁহো সত্যভামার স্বরূপ॥ ২১॥
প্রীত্যে করিতে চাহে প্রভুরে লালন-পালন।
বৈরাগ্য-লোক-ভয়ে প্রভু না মানে কখন॥ ২২॥
দুইজনে খট্‌মটি লাগায় কোন্দল।
তাঁর প্রীত্যের কথা আগে কহিব সকল॥ ২৩॥

(৭) শ্রীরাঘব পণ্ডিত-শাখা ঃ—

রাঘব-পণ্ডিত—প্রভুর আদ্য অনুচর।
তাঁর শাখা মুখ্য এক,—মকরধ্বজ কর॥ ২৪॥

তাঁহার ভগিনী দময়ন্তীর গুণরাশি ঃ—

তাঁহার ভগিনী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয় দাসী।
প্রভুর ভোগসামগ্রী যে করে বারমাসি॥ ২৫॥
সে-সব সামগ্রী যত ঝালিতে ভরিয়া।
রাঘব লইয়া যা'ন গুপত করিয়া॥ ২৬॥
বারমাস তাহা প্রভু করেন অঙ্গীকার।
'রাঘবের ঝালি' বলি' প্রসিদ্ধি যাহার॥ ২৭॥
সে-সব সামগ্রী আগে করিব বিস্তার।
যাহার শ্রবণে ভক্তের বহে অশ্রুধার॥ ২৮॥

(৮) শ্রীগঙ্গাদাস ঃ—

প্রভুর অত্যন্ত প্রিয়—পণ্ডিত গঙ্গাদাস।
যাঁহার স্মরণে হয় সর্ব্ববন্ধ-নাশ॥ ২৯॥

(৯) শ্রীপুরন্দর আচার্য্য ঃ—

চৈতন্য-পার্ষদ—শ্রীআচার্য্য পুরন্দর।
পিতা করি' যাঁরে বলে গৌরাঙ্গসুন্দর॥ ৩০॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০। প্রভু বলেন,—তুমি আমার একটী পক্ষ ; আর একটী তোমার মত পক্ষ পাইলে আমি আকাশে উড়িয়া যাইতাম।

২৩। অন্ত্য ৪র্থ, ৭ম, ১২শ ও ১৩শ পঃ দেখুন।

অনুভাষ্য

নিকট প্রভুর বক্রেশ্বর-মাহাত্ম্য-কথন—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৩য় অঃ দ্রষ্টব্য।

শ্রীবক্রেশ্বর সম্বন্ধে উৎকল-কবি শ্রীগোবিন্দকৃত শ্রীগৌর-কৃষ্ণোদয়ে—"প্রভোঃ প্রথমশিষ্য ইত্যর্থ বিমৃশ্য বক্রেশ্বরং নিবেশ্য চ তদাশ্রমে নিজনিজং নিবাসং যযৌ।"

ইহার শিষ্য—শ্রীগোপালগুরু, তৎশিষ্য—শ্রীধ্যানচন্দ্র। উৎকল-প্রদেশে শ্রীবক্রেশ্বরের শিষ্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেন।

২১। জগদানন্দ—গৌরগণোদ্দেশে ৫১ শ্লোক—"কেনাবা-ন্তরভেদেন ভেদং কুর্ব্বন্তি সাত্বতাঃ। সত্যভামা প্রকাশোঽপি জগদানন্দপণ্ডিতঃ।।" ইনি শ্রীবাস-অঙ্গনে ও চন্দ্রশেখর-ভবনে প্রভুর কীর্ত্তনসঙ্গী ছিলেন। প্রভুর সন্ন্যাসান্তে উড়িষ্যায় গমনকালে দণ্ড বহিতেন ও ভিক্ষা করিতেন।

২৪। রাঘবপণ্ডিত—গৌরগণোদ্দেশে (৪৪ শ্লোক)—

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৮। আগে—অন্ত্য ১০ম পঃ দেখুন।

অনুভাষ্য

"ধনিষ্ঠা ভক্ষ্যসামগ্রীং কৃষ্ণায়াদাদ্‌ব্রজেঽমিতাম্। সৈব সাম্প্রতং গৌরাঙ্গপ্রিয়ো রাঘবপণ্ডিতঃ।।" *

ই, বি, আর, লাইনে শিয়ালদহ-ষ্টেশন হইতে সোদপুর-ষ্টেশন, তথা হইতে এক মাইল পশ্চিমে গঙ্গাতীরে পাণিহাটী-গ্রামে রাঘবভবন। রাঘব-পণ্ডিতের সমাধির উপর লতাকুঞ্জ-বেষ্টিত একটী উচ্চ বেদী বাঁধান হইয়াছে। যে-স্থানে সমাধি, তাহারই উত্তরদিকে একটী ভগ্নপ্রায় জীর্ণ গৃহে অযত্ন-সেবিত শ্রীমদন-মোহন বিগ্রহ বিরাজমান। পাণিহাটীর বর্ত্তমান জমিদার শ্রীশিব-চন্দ্র রায় চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে এই সেবার বন্দোবস্ত চলিতেছে।

মকরধ্বজ—গৌরগণোদ্দেশে (১৪১ শ্লোক)—"নটশ্চন্দ্র-মুখঃ প্রাগ্ যঃ স করো মকরধ্বজঃ।।" ইনি পাণিহাটী-গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

২৫। দময়ন্তী—গৌরগণোদ্দেশে (১৬৭ শ্লোক)—"গুণমালা ব্রজে যাসীদ্দময়ন্তী তু তৎস্বসা।।"

২৭। অন্ত্য, ১০ম পঃ 'ঝালির' বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

২৯। গঙ্গাদাস পণ্ডিত—গৌরগণোদ্দেশে (৫৩ শ্লোক)—

শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামীর বর্ণনানুসারে—শ্রীরাধাকৃষ্ণ-রসপ্রকাশপর গানাবলী যাঁহার ভূষণ, বৃন্দাবন-রসতত্ত্ব প্রচারকালে স্তম্ভাদি-ভাবে যিনি শোভিত হন, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর রসাত্মক-নৃত্য প্রকাশে যিনি অঙ্কুর-স্বরূপ, সেই শ্রীচৈতন্যভক্ত দ্বিজবর শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতকে ভজনা করি। তাঁহাতেই সদা-উৎসুকা শ্রীমতী তুঙ্গবিদ্যা নিত্য বিরাজিতা। সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণে রতিযুক্তা ও বিপ্রলম্ভ-ভাবান্বিতা শ্রীতুঙ্গবিদ্যা পুনরায় কলিযুগে গৌররসে 'বক্রেশ্বর'-নামে খ্যাতা হইয়াছেন।

** ব্রজে শ্রীকৃষ্ণকে যিনি অমিতপরিমাণে খাদ্যসামগ্রী প্রদান করিতেন, সেই ধনিষ্ঠাই সম্প্রতি গৌরাঙ্গপ্রিয় শ্রীরাঘবপণ্ডিত।*

(১০) শ্রীদামোদর পণ্ডিত-শাখা ঃ—

দামোদর পণ্ডিত-শাখা প্রেমেতে প্রচণ্ড।
প্রভুর উপরে যেঁহো কৈল বাক্যদণ্ড ॥ ৩১ ॥
দণ্ড-কথা কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
দণ্ডে তুষ্ট প্রভু তাঁরে পাঠাইলা নদীয়া ॥ ৩২ ॥

(১১) শ্রীশঙ্কর পণ্ডিত-মাহাত্ম্য ও শাখা ঃ—

তাঁহার অনুজ শাখা—শঙ্কর পণ্ডিত।
'প্রভু-পাদোপাধান' যাঁর নাম বিদিত ॥ ৩৩ ॥

(১২) শ্রীসদাশিব পণ্ডিত ঃ—

সদাশিব-পণ্ডিত যাঁর প্রভুপদে আশ।
প্রথমেই নিত্যানন্দের যাঁর ঘরে বাস ॥ ৩৪ ॥

(১৩) শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী ঃ—

শ্রীনৃসিংহ-উপাসক—প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী।
প্রভু তাঁর নাম কৈলা 'নৃসিংহানন্দ' করি' ॥ ৩৫ ॥

(১৪) শ্রীনারায়ণ পণ্ডিত ঃ—

নারায়ণ-পণ্ডিত এক বড়ই উদার।
চৈতন্যচরণ বিনু নাহি জানে আর ॥ ৩৬ ॥

(১৫) শ্রীমান্ পণ্ডিত-শাখা ঃ—

শ্রীমান্‌পণ্ডিত শাখা—প্রভুর নিজ ভৃত্য।
দেউটি ধরেন, যবে প্রভু করেন নৃত্য ॥ ৩৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩২। আগে—অন্ত্য ৩য় পঃ দেখুন।

অনুভাষ্য

"পুরাসীৎ রঘুনাথস্য যো বশিষ্ঠমুনির্গুরুঃ। স প্রকাশ-বিশেষেণ গঙ্গাদাস-সুদর্শনৌ।।" ঐ ১১১ শ্লোক—** "গঙ্গাদাস প্রভুপ্রিয়ঃ। আসীন্নিধুবনে প্রাগ্ যো দুর্ব্বাসা গোপিকা-প্রিয়ঃ।।" *

৩০। পুরন্দর আচার্য্য—চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ, ৫ম অঃ—'প্রভু আইলেন মাত্র পণ্ডিতের ঘর। বার্ত্তা পাই' আইলা আচার্য্য পুরন্দর।। তাহানে দেখিয়া প্রভু পিতা করি' বলে। প্রেমাবেশে মত্ত তানে করিলেন কোলে।। পরম-সুকৃতি সে আচার্য্য পুরন্দর। প্রভু দেখি' কান্দে অতি হই অসম্বর।।'

৩১-৩২। দামোদর পণ্ডিত—গৌরগণোদ্দেশে (১৬৯ শ্লোক) —"শৈব্যা যাসীৎ ব্রজে চণ্ডী স দামোদরপণ্ডিতঃ। কুতশ্চিৎ কার্য্যতো দেবী প্রাবিশত্তং সরস্বতী।।" ◆ প্রভুর আজ্ঞায় দামোদর আইর (শচীমাতার) দর্শনে গৌড়ে আসিয়া পুনরায় রথযাত্রার প্রাক্কালে ভক্তগণসহ পুরুষোত্তমে যাইতেন (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৯ম অঃ)। শচীদেবীর কৃষ্ণভক্তির কথা জিজ্ঞাসা করিলে প্রভুর প্রতি দামোদরপণ্ডিতের উত্তর—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ১০ম অঃ দ্রষ্টব্য। অন্ত্যলীলা, তৃতীয় পরিচ্ছেদে দামোদরের প্রভুর প্রতি বাক্যদণ্ড-বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য।

৩৩। শঙ্কর পণ্ডিত—গৌরগণোদ্দেশে (১৫৭ শ্লোক)—"যস্যা বক্ষসি সুষ্বাপ কৃষ্ণো বৃন্দাবনে পুরা। সা শ্রীভদ্রাদ্য গৌরাঙ্গ-প্রিয়ঃ শঙ্করপণ্ডিতঃ।।"* অন্ত্য, ১৯পঃ ৬৭-৭৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

পণ্ডিতদামোদরের প্রতি মহাপ্রভুর সগৌরব-প্রীতি এবং

অনুভাষ্য

তদনুজ পণ্ডিতশঙ্করের প্রতি মহাপ্রভুর কেবল শুদ্ধপ্রেম ছিল—মধ্য, ১১পঃ ১৪৬-১৪৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৪। সদাশিব পণ্ডিত—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৯অঃ—(শ্রীরথযাত্রা-সময়ে)—"সদাশিব পণ্ডিত চলিলা শুদ্ধমতি। যাঁর ঘরে পূর্ব্বে নিত্যানন্দের বসতি।।"

ইনি নবদ্বীপবাসী প্রভুর কীর্ত্তনের সঙ্গী। গয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া ইঁহাকে ও অন্যান্য ভক্তকে শুক্লাম্বর-গৃহে মহাপ্রভু নিজের কৃষ্ণ-ভজনের কথা বলিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর-গৃহে লক্ষ্মীবেশে নাচিবার সময় ইঁহাকে কাচ-সজ্জাদি করিতে বলিয়াছিলেন (চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১৮অঃ)।

৩৫। প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী—অন্ত্য, ২য় পঃ—"প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী তাঁর নিজনাম। 'নৃসিংহানন্দ' নাম তাঁর কৈল গৌরধাম।।" পাণিহাটীর রাঘবের গৃহ হইতে আসিয়া কুমারহট্টে শিবানন্দের বাটীতে মহাপ্রভু ইঁহার হৃদয়-মধ্যে 'আবির্ভূত' হইয়া জগন্নাথ, নৃসিংহ ও নিজের—তিনজনের ভোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ অন্ত্য, ২য় ৪৮-৭৮ পঃ)। কুলিয়া হইতে মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-গমন-সংবাদ-শ্রবণে ইনি ধ্যানমগ্ন চিত্তে কুলিয়া হইতে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত পথ বাঁধিলে পর ধ্যানভঙ্গ হওয়ায় ইনি ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন,—'প্রভু এবার কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত যাইবেন, বৃন্দাবন যাইবেন না' (মধ্য, ১পঃ ৫৫-৬২)। গৌরগণোদ্দেশে ৭৪ শ্লোক—"আবেশশ্চ তথা জ্ঞেয়ো মিশ্রে প্রদ্যুম্নসংজ্ঞকে।" (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৩য় অঃ)—"যাঁহার শরীরে নৃসিংহের পরকাশ" এবং (অন্ত্য, ৯ অঃ)—"সাক্ষাৎ নৃসিংহ যাঁর সনে কথা কয়।"

৩৬। নারায়ণ পণ্ডিত—শ্রীবাসের ভ্রাতা শ্রীরাম পণ্ডিতের

---

* *পূর্ব্বে যিনি শ্রীরঘুনাথ-গুরু শ্রীবশিষ্টমুনি ছিলেন, তিনিই অধুনা প্রকাশ-বিশেষে শ্রীগঙ্গাদাস ও শ্রীসুদর্শন। পূর্ব্বে যিনি নিধুবনে গোপিকা-প্রিয় শ্রীদুর্ব্বাসা ছিলেন, তিনিই প্রভুপ্রিয় শ্রীগঙ্গাদাস।*

◆ *ব্রজে যিনি প্রখরা শৈব্যা ছিলেন, তিনিই শ্রীদামোদর পণ্ডিত। কোন কার্য্যবশতঃ সরস্বতীদেবীও তাঁহাতে প্রবিষ্টা।*

* *বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার বক্ষে নিদ্রা যাইতেন, সেই শ্রীভদ্রাই অধুনা শ্রীশঙ্কর পণ্ডিত।*

(১৬) শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ঃ—

শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারী বড় ভাগ্যবান্ ।
যাঁর অন্ন মাগি' কাড়ি' খাইলা ভগবান্ ॥ ৩৮ ॥

(১৭) শ্রীনন্দন-আচার্য্য-শাখা ঃ—

নন্দন-আচার্য্য-শাখা জগতে বিদিত ।
লুকাইয়া দুই প্রভুর যাঁর ঘরে স্থিত ॥ ৩৯ ॥

(১৮) শ্রীমুকুন্দ দত্ত-শাখা ঃ—

শ্রীমুকুন্দ-দত্ত শাখা—প্রভুর সমাধ্যায়ী ।
যাঁহার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য-গোসাঞি ॥ ৪০ ॥

(১৯) শ্রীবাসুদেবদত্ত ঠাকুরের গুণরাশি ঃ—

বাসুদেব দত্ত—প্রভুর ভৃত্য মহাশয় ।
সহস্র-মুখে যাঁর গুণ কহিলে না হয় ॥ ৪১ ॥

অনুভাষ্য

সহিত তিনি শ্রীমহাপ্রভুর দর্শনে নীলাচলে গিয়াছিলেন। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৯ম অঃ ৯৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৭। শ্রীমান্ পণ্ডিত—শ্রীনবদ্বীপবাসী, প্রভুর প্রথম কীর্ত্তনের সঙ্গী। কাচের দিন দেবীভাবে ও সর্ব্বত্র প্রভুর নৃত্যকালে মশাল জ্বালিয়াছিলেন। চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১৮ অঃ—'আদ্যাশক্তি'-বেশে নাচে প্রভু গৌরসিংহ। সুখে দেখে তাঁর যত চরণের ভৃঙ্গ।। সম্মুখে দেউটী ধরে পণ্ডিত শ্রীমান্।।"

৩৮। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী—শ্রীনবদ্বীপবাসী এবং প্রভুর প্রথম কীর্ত্তনের সঙ্গী। গয়া হইতে ফিরিয়া মহাপ্রভু ভক্তগণকে ইঁহারই গৃহে মিলিত হইয়া ইঁহার নিকট কৃষ্ণের আখ্যান শুনিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন (চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১ম অঃ)। নবদ্বীপ-লীলায় মহাপ্রভু ইঁহারই ভিক্ষালব্ধ চাউলের অন্ন পরমানন্দে কাড়িয়া লইয়া ভোজন করিতেন (চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৬ ও ২৫ অঃ)। গৌরগণোদ্দেশে ১৯১ শ্লোকে—"শুক্লাম্বরো ব্রহ্মচারী পুরাসীদ্ যজ্ঞপত্নিকা। প্রার্থয়িত্বা যদন্নং শ্রীগৌরাঙ্গো ভুক্তবান্ প্রভুঃ। কেচিদাহুর্ব্রহ্মচারী যাজ্ঞিকব্রাহ্মণঃ পুরা।।"*

৩৯। নন্দন আচার্য্য—নবদ্বীপবাসী, প্রভুর কীর্ত্তনের সঙ্গী। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অবধূত-বেশে নানা তীর্থভ্রমণান্তে ইঁহারই গৃহে প্রথমে আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত মিলিত হন। মহাপ্রকাশের দিবস মহাপ্রভু অদ্বৈতপ্রভুকে আনিতে রামাই পণ্ডিতকে পাঠান। অদ্বৈতাচার্য্য নন্দনাচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া থাকিলে সর্ব্বান্তর্যামী গৌরসুন্দর তাহা জানিতে পারেন। শ্রীমহাপ্রভুও একদিন ইঁহার গৃহে লুকাইয়াছিলেন। চৈঃ ভাঃ মধ্য, ৬ ও ১৭ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৪০। শ্রীমুকুন্দদত্ত—জন্ম চট্টগ্রাম-জেলার পটিয়া-থানার অন্তর্গত 'ছন্‌হরা'-গ্রামে—বিদ্যানিধির শ্রীপাট 'মেখলা গ্রাম' হইতে দশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। গৌরগণোদ্দেশে ১৪০ শ্লোকে—"ব্রজে স্থিতৌ গায়কৌ যৌ মধুকণ্ঠ-মধুব্রতৌ। মুকুন্দবাসুদেবৌ তৌ দত্তৌ গৌরাঙ্গগায়কৌ।।" বিদ্যাশিক্ষাকালে সহপাঠী মুকুন্দের সহিত নিমাই ন্যায়ের ফাঁকি লইয়া ঝগড়া করিতেন (চৈঃ ভাঃ আদি ৭ম ও ৮ম অঃ)। গয়া হইতে আসিয়া কৃষ্ণপ্রেম-মত্ত প্রভুকে মুকুন্দ ভাগবত-শ্লোক পড়িয়া আনন্দ দান করিতেন। ইঁহারই চেষ্টায় সঙ্গী শ্রীগদাধরপণ্ডিত-গোস্বামী শ্রীবিদ্যানিধির নিকট দীক্ষিত হন (মধ্য, ৭ম অঃ)। শ্রীবাস-অঙ্গনে ইনি কীর্ত্তন করিলে মহাপ্রভু নৃত্য করিতেন। 'সাতপ্রহরিয়া' ভাবকালে ইনি 'অভিষেক' গাহিয়া-ছিলেন। মুকুন্দের প্রতি দণ্ড ও কৃপা (চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১০ অঃ)। চন্দ্রশেখর-গৃহে প্রভুর লক্ষ্মীবেশে নৃত্য-লীলায় প্রথমে ইনি গান ধরিয়াছিলেন। স্বীয় সন্ন্যাস-গ্রহণের কথা নিত্যানন্দপ্রভুকে বলিবার পর মুকুন্দের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলে সকল কথা শুনিয়া মুকুন্দ প্রভুকে আরও কিছুদিন নবদ্বীপে কীর্ত্তনলীলা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন (চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৫ অঃ)। প্রভুর সন্ন্যাস কথা নিত্যানন্দমুখে গদাধর ও চন্দ্রশেখরের সহিত মুকুন্দও জানিতে পারিয়া তাঁহাদের সহিত কাটোয়ায় গিয়া কীর্ত্তন ও প্রভুর সন্ন্যাসোচিত ক্রিয়া সম্পাদন ও প্রভুর সন্ন্যাসান্তে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিতাই, গদাধর ও গোবিন্দের সহিত মিলিত হইয়া গমন (মধ্য, ২৬ অঃ, অন্ত্য ১ম অঃ) এবং এইরূপে প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুরুষোত্তম পর্য্যন্ত গমন (অন্ত্য ২য় অঃ দ্রষ্টব্য)। জলেশ্বরে গমনকালে নিত্যানন্দ-কর্ত্তৃক প্রভুর দণ্ডভঙ্গকালে উপস্থিত থাকিয়া প্রভুর কিছু পরেই জলেশ্বর উপস্থিত হন। প্রতিবর্ষে ভক্তগণসহ গৌড়দেশ হইতে প্রভুদর্শনার্থে নীলাচলে আসিতেন।

৪১। শ্রীবাসুদেব দত্ত—চট্টগ্রামে ইঁহার জন্ম, মুকুন্দ দত্তের ভ্রাতা। (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৯ অঃ)—"যাঁর স্থানে কৃষ্ণ হয় আপনে বিক্রয়।" কুমারহট্টে শ্রীবাস-গৃহে অবস্থানকালে (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৫ম অঃ)—"হেন সে প্রভুর প্রীতি দত্তের বিষয়। প্রভু বলে,—আমি বাসুদেবের নিশ্চয়।। ** এ শরীর বাসুদেব দত্তের আমার।। দত্ত আমা' যথা বেচে, তথাই বিকাই। সত্য, সত্য, ইহাতে অন্যথা কিছু নাই।। সত্য আমি কহি, শুন, বৈষ্ণবমণ্ডল। এ দেহ আমার বাসুদেবের কেবল।।" ইঁহারই অনুগৃহীত যদুনন্দন আচার্য্য—শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর দীক্ষাগুরু (অন্ত্য, ৬ষ্ঠ পঃ ১৬১)। ইঁহার

* *পূর্ব্বে যিনি যাজ্ঞিক পত্নী ছিলেন, তিনিই শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, যাঁহার নিকট হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অন্ন প্রার্থনা করিয়া ভোজন করিয়াছিলেন। কাহারও মতে তিনি পূর্ব্বে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ছিলেন।*

জগতে যতেক জীব, তার পাপ লঞা।
নরক ভুঞ্জিতে চাহে জীব ছাড়াইয়া ॥ ৪২ ॥

(২০) নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের গুণরাশি ও তৎশাখা ঃ—

হরিদাস ঠাকুর-শাখার অদ্ভুত চরিত।
তিনলক্ষ নাম তেঁহো লয়েন অপতিত ॥ ৪৩ ॥
তাঁহার অনন্ত গুণ,—কহি দিঙ্মাত্র।
আচার্য্য গোসাঞি যাঁরে ভুঞ্জায় শ্রাদ্ধপাত্র ॥ ৪৪ ॥
প্রহ্লাদ-সমান তাঁর গুণের তরঙ্গ।
যবন-তাড়নেও যাঁর নাহিক ভ্রূভঙ্গ ॥ ৪৫ ॥
তেঁহো সিদ্ধি পাইলে তাঁর দেহ লঞা কোলে।
নাচিল চৈতন্যপ্রভু মহাকুতূহলে ॥ ৪৬ ॥
তাঁর লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস।
যেবা অবশিষ্ট, আগে করিব প্রকাশ ॥ ৪৭ ॥

(২০ক) হরিদাসশিষ্য সত্যরাজ খাঁ (বসু) প্রভৃতি ঃ—

তাঁর উপশাখা,—যত কুলীনগ্রামী জন।
সত্যরাজ আদি—তাঁর কৃপার ভাজন ॥ ৪৮ ॥

(২১) শ্রীমুরারি গুপ্ত-মহিমা ও শাখা ঃ—

শ্রীমুরারি গুপ্ত-শাখা—প্রেমের ভাণ্ডার।
প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি' দৈন্য যাঁর ॥ ৪৯ ॥
প্রতিগ্রহ নাহি করে, না লয় কার ধন।
আত্মবৃত্তি করি' করে কুটুম্ব ভরণ ॥ ৫০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৩। অপতিত—বিধিভঙ্গ-রহিতরূপে।

৫০। আত্মবৃত্তি—স্ব-বর্ণবৃত্তি, মুরারিগুপ্তের কবিরাজী (ব্যবসায়)।

অনুভাষ্য

ব্যয়বাহুল্য-প্রবৃত্তি দেখিয়া প্রভুকর্ত্তৃক শিবানন্দ-সেনকে ইঁহার 'সরখেল' হইয়া ব্যয়সমাধানার্থ আদেশ (মধ্য, ১৫ পঃ ৯৩-৯৬)। জীবের দুঃখ দর্শনে ইঁহার মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা (১৫শ ১৫৯-১৮০) দ্রষ্টব্য।

ই, আই, আর, লাইনে পূর্ব্বস্থলী-ষ্টেশন হইতে ১ মাইল দূরে ঠাকুর বৃন্দাবনের জন্মভূমি মামগাছি-গ্রামে ইঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীমদনগোপাল অদ্যাপি বর্ত্তমান। সেবায় নিতান্ত অযত্ন হইতেছে। সেবার ঔজ্জ্বল্যবিধান বাঞ্ছনীয়।

৪৩-৪৭। শ্রীহরিদাস ঠাকুর—(চৈঃ ভাঃ আদি ২ অঃ)—"বূঢ়নে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস। ** কতদিন থাকি' আইলা গঙ্গাতীরে। আসিয়া রহিল ফুলিয়ায় শান্তিপুরে।।"—যবনকর্ত্তৃক দৌরাত্ম্য-প্রসঙ্গ—চৈঃ ভাঃ ১১ অধ্যায়ে বর্ণিত। হরিদাসের দৈন্যোক্তি ও প্রভুর কৃপা—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১০ অঃ ; দ্বারে দ্বারে নামপ্রচার—মধ্য, ১৩ অঃ ; চন্দ্রশেখর-গৃহে অভিনয়কালে হরিদাসের কোটালবেশ—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১৮ অঃ, বেনাপোলে হরিনাম-ভজন ও পরীক্ষা—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩ পঃ এবং হরিদাস-নির্য্যাণ—অন্ত্য, ১১ পঃ বর্ণিত।

২৪ পরগণার অন্তর্গত (বর্ত্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত খুলনা-জেলা) সাতক্ষীরা-মহকুমায় 'বূঢ়ন'-নামক এক পরগণা আছে, তথায় ঠাকুরের প্রাকট্য হইয়াছিল কিনা—জানা যায় না।

৪৮। সত্যরাজ খান—ইনি কুলীনগ্রামের গুণরাজ খানের পুত্র ও রামানন্দ বসুর পিতা। কুলীনগ্রামে ঠাকুর হরিদাস চাতুর্ম্মাস্যকাল বাস করিয়া ভজন করিয়াছিলেন এবং বসুবংশীয়-গণকে কৃপা বিতরণ করিয়াছিলেন। প্রতিবর্ষে জগন্নাথদেবের পট্টডোরী আনিবার জন্য মহাপ্রভুর কৃপাদেশ-লাভ (মধ্য, ১৪ পঃ) এবং গৃহস্থের কর্ত্তব্য-জিজ্ঞাসা-প্রসঙ্গে বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতমের অধিকার-তারতম্য ও লক্ষণ-শ্রবণ (মধ্য ১৫ পঃ ১০২-১০৯, ১৬ পঃ ৬৭-৭৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। তাঁহার ভজন-স্থানে এক্ষণে শ্রীমহাপ্রভুর বিগ্রহ আছেন।

কুলীনগ্রাম—হাওড়া বর্দ্ধমান কর্ড লাইনে 'জৌগ্রাম' ষ্টেশন হইতে ২ মাইলের মধ্যে কুলীনগ্রাম। কুলীনগ্রামের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে মহাপ্রভুর উক্তি—আদি, ১০ম পঃ ৮২-৮৩ এবং মধ্য ১০ম পঃ ১০০-১০১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৪৯। শ্রীমুরারিগুপ্ত—'শ্রীচৈতন্যচরিত' গ্রন্থের লেখক। শ্রীহট্টের বৈদ্যবংশজাত ও পরে নবদ্বীপ-প্রবাসী হইয়াছিলেন। ইনি মহাপ্রভু অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। ইঁহার গৃহে মহাপ্রভু বরাহরূপ দেখাইয়াছিলেন (চৈঃ ভাঃ মধ্য, ৩য় অঃ) এবং মহাপ্রকাশাবস্থায় শ্রীরামরূপ তাঁহাকে দর্শন করান (চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১০ অঃ)। শ্রীবাসের গৃহে নিত্যানন্দসহ উপবিষ্ট গৌরসুন্দরের মধ্যে মুরারি-গুপ্তের প্রথমে গৌরকে প্রণাম ও পরে নিত্যানন্দকে দণ্ডবৎ। 'তুমি ব্যবহার ব্যতিক্রম করিয়া নমস্কার করিয়াছ' মুরারিকে প্রভুর এইরূপ উক্তি এবং রাত্রিতে স্বপ্নযোগে তাঁহার নিকট নিত্যানন্দ-তত্ত্ব-কীর্ত্তন। পরদিবস প্রাতে মুরারির প্রথমে নিত্যানন্দের ও পরে মহাপ্রভুর চরণ-বন্দনা। মুরারিকে চর্ব্বিত তাম্বূল-প্রদান। একদিন শ্রীমহাপ্রভুর উদ্দেশে মুরারির ঘৃতান্ন-প্রদান, পরদিবস প্রাতে মহাপ্রভুর বহু অন্ন-গ্রহণে অজীর্ণহেতু মুরারির নিকট চিকিৎসার্থ আগমন। 'মুরারির জলপাত্রের জলই উহার ঔষধ' এই বলিয়া প্রভুর জলপান ; শ্রীবাস-ভবনে মহাপ্রভুর চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি-ধারণ, মুরারির গরুড়-ভাব এবং প্রভুর তৎস্কন্ধে আরোহণ। প্রভুর অপ্রাকট্যে বিরহ অসহ্য হইবে ভাবিয়া প্রভুর প্রকটকালেই

চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয় ।
দেহরোগ, ভবরোগ,—দুই তার ক্ষয় ॥ ৫১ ॥

(২২) শ্রীমান্ সেন ঃ—

শ্রীমান্ সেন প্রভুর সেবক প্রধান ।
চৈতন্য-চরণ বিনু নাহি জানে আন ॥ ৫২ ॥

(২৩) শ্রীগদাধরদাস-শাখা ঃ—

শ্রীগদাধরদাস-শাখা সর্ব্বোপরি ।
কাজীগণের মুখে যেঁহ বোলাইল হরি ॥ ৫৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৩। গদাধরদাস—এঁড়িয়াদহবাসী।

অনুভাষ্য

মুরারির দেহত্যাগে সঙ্কল্প এবং অন্তর্যামী প্রভুকর্ত্তৃক তাঁহাকে উহা হইতে নিবারণ-প্রসঙ্গ (চৈঃ ভাঃ মধ্য ২০ অঃ)। একদিন প্রভুর ভাবাবেশে এবং মুরারিগুপ্তের গৃহে প্রভুর বরাহ-মূর্ত্তি প্রাকট্য, তদ্দর্শনে মুরারির স্তুতি (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৪ অঃ) ; মুরারি গুপ্তের দৈন্যোক্তি—মধ্য ১১ পঃ ১৫২-১৫৮ ; মুরারির শ্রীরামনিষ্ঠা—মধ্য ১৫ পঃ ১৩৭-১৫৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৫২। শ্রীমান্ সেন—ইনি নবদ্বীপবাসী প্রভুসঙ্গী।

৫৩। শ্রীগদাধর দাস—কলিকাতা হইতে ৪ ক্রোশ উত্তরে ভাগীরথীতীরে 'এঁড়িয়াদহ' গ্রাম ; দাস গদাধর মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর নবদ্বীপ হইতে কাটোয়ায় (ভক্তিরত্নাকর ৭ম তঃ) পরে তথা হইতে এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইনি শ্রীরাধার কান্তি ; শ্রীল পণ্ডিতগোস্বামী যেমন শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীরূপা, শ্রীল গদাধর-দাসও তেমনই শ্রীমতীর অঙ্গশোভা। "রাধাভাব-দ্যুতিসুবলিত" গৌরের তিনি দ্যুতি-স্বরূপ। গৌরগণোদ্দেশে তিনি বৃষভানুনন্দিনীর বিভূতিরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। তিনি গৌর ও নিত্যানন্দ, উভয়ের গণেই গণিত হন। গৌরগণ—ব্রজের মধুর-রসের রসিক, নিত্যানন্দগণ—শুদ্ধভক্তি-প্রধান সখ্যাদিরসের রসিক। শ্রীদাস গদাধর নিত্যানন্দগণ হইলেও সখ্যভাবময় গোপাল নহেন ; তিনি মধুর-রসিক ছিলেন। কাটোয়ায় তাঁহার গৌরার্চ্চা ছিল।

১৪৩৪শকে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু যেকালে নীলাচল হইতে গৌড়দেশে ভক্তি-প্রচারের জন্য শ্রীমহাপ্রভু-কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হন, তৎকালে গদাধর তাঁহার প্রচার-কার্য্যে একজন প্রধান সহায় হন (আদি ১১পঃ ১৩-১৪)। শ্রীগদাধরদাস সকলকে হরিনাম করিতে উপদেশ করিতেন। সেই গ্রামের কাজী কীর্ত্তন-বিরোধী ছিলেন। শ্রীদাস গদাধর একদিন রাত্রিকালে কীর্ত্তন করিতে করিতে কাজী-উদ্ধারের মানসে তাহার গৃহে উপস্থিত হইয়া হরিনাম উচ্চারণ করিতে অনুরোধ করেন ; তদুত্তরে কাজী 'আগামী কল্য হরি বলিব' বলায় গদাধরদাস প্রেমসুখপূর্ণ হইয়া বলেন,—"**

(২৪) শ্রীশিবানন্দ সেন-শাখা ঃ—

শিবানন্দ সেন—প্রভুর ভৃত্য অন্তরঙ্গ ।
প্রভুস্থানে যাইতে সবে লয়েন যাঁর সঙ্গ ॥ ৫৪ ॥
প্রতি বর্ষে প্রভুর গণ সঙ্গেতে লইয়া ।
নীলাচলে চলেন পথে পালন করিয়া ॥ ৫৫ ॥

প্রভুর তিনরূপে অবতীর্ণ হইয়া কৃপা ঃ—

ভক্তে কৃপা করেন প্রভু এ তিন স্বরূপে ।
'সাক্ষাৎ', 'আবেশ' আর 'আবির্ভাব'-রূপে ॥ ৫৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৬। সকলভক্তের নিকট একরূপ দর্শন দিয়া 'সাক্ষাৎ' কৃপা করিতেন, কিন্তু নকুল ব্রহ্মচারীর দেহে সময় সময় 'আবিষ্ট' হইতেন ; প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীর দেহে শ্রীচৈতন্যের 'আবির্ভাব' হইত।

অনুভাষ্য

আর কালি কেনে। এইত' বলিলা হরি আপন-বদনে।।" গৌর-গণোদ্দেশে—"রাধা-বিভূতিরূপা যা চন্দ্রকান্তিঃ পুরা ব্রজে। সঃ শ্রীগৌরাঙ্গ-নিকটে দাসবংশ্যো গদাধরঃ।। পূর্ণানন্দা সাদ্য ব্রজে যাসীদ্বলদেবপ্রিয়াগ্রণী। সাপি কার্য্যবশাদেব প্রাবিশত্তং গদাধরম্।।" নীলাচল হইতে গৌড়াগমন-পথে শ্রীদাস-গদাধর শ্রীরাধাভাবে মহাঅট্ট-হাস্যসহ দধি-বিক্রেত্রী হইয়া স্বীয় বাহ্য পরিচয় ভুলিয়া-ছিলেন—ইহা নিত্যানন্দপ্রভু দেখিয়াছিলেন। কখনও গদাধর গোপীভাবে বিভোর হইয়া গাঙ্গতোয়পূর্ণ কুম্ভ মস্তকে লইয়া দুধ বিক্রয় করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে-বার গৌড়মণ্ডল হইয়া শ্রীবৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছা করেন, সেকালে পাণিহাটী-গ্রামে রাঘব-ভবনে উপস্থিত হন। তখন "রাঘব-মন্দিরে শুনি' শ্রীগৌরসুন্দর। গদাধরদাস ধাই' আইলা সত্বর।। প্রভুও দেখিয়া গদাধর সুকৃতিরে। শ্রীচরণ তুলিয়া দিলেন তাঁর শিরে।।" (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫ অঃ)। এঁড়িয়াদহে গদাধরের ভবনে তাঁহার প্রকটকালে 'বাল-গোপাল' মূর্ত্তি ছিলেন। শ্রীমাধব ঘোষ গোপালবিগ্রহের সম্মুখে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীদাস গদাধরের সাহায্যে 'দানখণ্ড' অভিনয়ের দ্বারা নৃত্যগীত করেন (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৫ অঃ)। শ্রীগদাধরের তিরোভাবে ঐ গ্রামে তাঁহার সমাধি হয়। সমাধিটী সংযোগি-বৈষ্ণবগণের অধিকারে ছিল। কালনার সিদ্ধ শ্রীভগবান্ দাস বাবাজী মহারাজের অনুজ্ঞা-মতে কলিকাতা নারিকেলডাঙ্গা নিবাসী পরলোকপ্রাপ্ত মধুসূদন মল্লিক তথায় পাটবাটী স্থাপন-পূর্ব্বক ১২৫৬ সালে 'শ্রীরাধাকান্ত' বিগ্রহ-সেবার ব্যবস্থা করেন। তৎপুত্র বলাই মল্লিক ১৩১২ সালে শ্রীগৌর-নিতাইয়ের একটী সেবা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মন্দিরের সিংহাসনে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-বিগ্রহ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি বিরাজমান, সিংহাসনের নীচে একটী সংস্কৃত শ্লোক খোদিত। একটী গোপেশ্বর শিবলিঙ্গও

'সাক্ষাতে' সকল ভক্তে দেখি নির্ব্বিশেষ ।
নকুল ব্রহ্মচারি-দেহে প্রভুর 'আবেশ' ॥ ৫৭ ॥
'প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী' তাঁর আগে নাম ছিল ।
'নৃসিংহানন্দ' নাম প্রভু পাছে ত' রাখিল ॥ ৫৮ ॥
তাঁহাতে হইল চৈতন্যের 'আবির্ভাব' ।
অলৌকিক ঐছে প্রভুর অনেক স্বভাব ॥ ৫৯ ॥

অনুভাষ্য

তথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন। মন্দিরের দ্বারদেশে একটী প্রস্তরফলকে উপরিউক্ত কথাগুলি খোদিত আছে।

বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম সংখ্যা) দ্রষ্টব্য।

৫৬। 'সাক্ষাৎ'—স্বয়ংরূপ গৌরসুন্দর ; 'আবেশ'—নকুল ও প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীতে ; 'আবির্ভাব'—(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।৩৪-৩৫) "শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দ-নর্ত্তনে। শ্রীবাস-কীর্ত্তনে, আর রাঘব-ভবনে।। এই চারি ঠাঁই প্রভুর সদা 'আবির্ভাব'। প্রেমাবিষ্ট হয় প্রভুর সহজ স্বভাব।।"

গৌরগণোদ্দেশের মতে—'নকুল ব্রহ্মচারী' ও প্রদ্যুম্ন মিশ্রের মধ্যে প্রভুর 'আবির্ভাব' ও 'আবেশ' হইয়াছিল ; যথা (৭৪ শ্লোক)—"আবির্ভাবো গৌরহরের্নকুল-ব্রহ্মচারিণি। আবেশশ্চ তথা জ্ঞেয়ো মিশ্রে প্রদ্যুম্নসংজ্ঞকে।।"

৫৭। প্রত্যক্ষভাবে সমস্ত ভক্তকে পরস্পর বৈশিষ্ট্য-বিহীন অর্থাৎ একই প্রকার সেবক বা অভিন্নরূপে দেখা যায় কিন্তু নকুল ব্রহ্মচারীর মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবেশ হওয়ায় তাঁহাকে ঠিক শ্রীগৌরসুন্দরের ন্যায় অন্যান্য সকল ভক্ত অপেক্ষা অধিকতর অলৌকিক ঈশ্বর-চেষ্টাযুক্ত কৃষ্ণপ্রেমময়রূপে শ্রীশিবানন্দ সেন প্রভৃতি ভক্ত দর্শন করিলেন।

নকুল ব্রহ্মচারী—ইঁহার পূর্ব্বনিবাস—কালনার নিকট 'পিয়ারীগঞ্জ' নামক পল্লীতে। চৈঃ চঃ অন্ত্য ২য় পঃ ৩-৮৩ সংখ্যায় ইঁহার প্রসঙ্গ উল্লিখিত আছে।

৫৮। চৈঃ চঃ আদি ১০ম পঃ ৩৫ ও চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৩য় ও ৮ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৬১। শিবানন্দ সেন—কুমারহট্ট বা হালিসহর-নিবাসী ও প্রভুর ভক্ত। তথা হইতে ১।।০ (দেড়) মাইল দূরে কাঁচড়াপাড়ায় ইঁহার প্রতিষ্ঠিত গৌরগোপাল বিগ্রহ আছেন (শ্রীকৃষ্ণরায়ের মন্দিরে অদ্যাপি বর্ত্তমান)। তাঁহার পুত্র পরমানন্দ (পুরীদাস) গৌরগণোদ্দেশে লিখিয়াছেন (১৭৬ শ্লোক)—"পুরা বৃন্দাবনে বীরা দূতী সর্ব্বাশ্চ গোপিকাঃ। নিনায় কৃষ্ণনিকটং সেদানীং জনকো মম।।" * ইনি প্রতিবর্ষে গৌড়দেশ হইতে ভক্তগণকে পথপ্রদর্শন করিয়া যাতায়াত-ব্যয় বহন ও তত্ত্বাবধানপূর্ব্বক

আস্বাদিল এসব রস সেন শিবানন্দ ।
বিস্তারি' কহিব আগে এসব আনন্দ ॥ ৬০ ॥

(২৪ক) শিবানন্দের পুত্র-ভৃত্যাদি শাখা ঃ—

শিবানন্দের উপশাখা—তাঁর পরিকর ।
পুত্র-ভৃত্য-আদি করি' চৈতন্য-কিঙ্কর ॥ ৬১ ॥

অনুভাষ্য

মহাপ্রভুর নিকট নীলাচলে লইয়া যাইতেন (মধ্য ১৬ পঃ ১৯-২৬)। ইঁহার তিনপুত্র—চৈতন্যদাস, রামদাস ও পরমানন্দ (কবিকর্ণপূর)। কর্ণপূরের দীক্ষাগুরুদেব (ইঁহার গুরু-পুরোহিত) শ্রীনাথ পণ্ডিত সম্বন্ধে ১০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। বাসুদেব দত্তের ব্যয়বাহুল্য দেখিয়া মহাপ্রভু ইঁহাকে তাঁহার সরখেল (তত্ত্বাবধায়ক) রূপে থাকিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন (মধ্য, ১৫ পঃ ৯৩-৯৭ সংখ্যা)। শ্রীমহাপ্রভু 'সাক্ষাৎ', 'আবেশ' ও 'আবির্ভাব'রূপ ত্রিবিধ উপায়ে ভক্তগণকে কৃপা করেন ; সেই তিন রস শিবানন্দ-সেন পরীক্ষা করিয়া আস্বাদন করেন (অন্ত্য, ২য়ঃ পঃ) এবং ইঁহার গৌরচরণ-দর্শনপিপাসু কুকুরের কথা—অন্ত্য, ১ম পঃ বর্ণিত আছে। রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু যখন প্রভু-দর্শনে নীলাচলে পলায়ন করিলেন, তখন গোবর্দ্ধন ইঁহার নিকট পত্র পাঠাইয়া পুত্র রঘুনাথের সংবাদ জানিয়া পুনরায় পুত্রের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য পাচক ভৃত্য ও বহুমুদ্রা পাঠাইলে শিবানন্দ পরবৎসর তাহাদিগকে নীলাচলে লইয়া যান (অন্ত্য ৬ পঃ ২৪৫-২৬৭)। একদা নীলাচলে শিবানন্দ, প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া গুরুতর ভোজন করাইলে প্রভুর চিত্ত প্রসন্ন না হওয়ায় পরদিন তৎপুত্র চৈতন্যদাস, প্রভুকে হজমকারক দ্রব্যাদি ভোজন করাইয়া প্রভুর সন্তোষ বিধান করেন (অন্ত্য, ১০ম পঃ ১২৪-১৫১)। একবার নীলাচল-গমন উপলক্ষে ঘাটি-সমাধানের পর নিত্যানন্দ-প্রমুখ সকলে বাসস্থান না পাইয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামে বৃক্ষতলে অবস্থান করিতে বাধ্য হওয়ায়, নিতাই ক্ষুধার্ত্ত ও ক্রুদ্ধের অভিনয় করিয়া 'শিবানন্দের পুত্রত্রয় মরুক্' বলিয়া অভিশাপ দিলে, পত্নী অকল্যাণাশঙ্কায় কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। শিবানন্দ ঘাটি হইতে আসিয়া সব বৃত্তান্ত শুনিয়া পত্নীকে স্বীয় ভাগ্যের প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া নিতাইর নিকট আসিতেই নিতাইর পাদপ্রহার-সৌভাগ্য লাভ করিলেন। শিবানন্দের ভাগিনেয় শ্রীকান্ত ইহা দেখিয়া অভিমানপূর্ব্বক একাকী প্রভু-সকাশে গমন করিলে অন্তর্যামী প্রভু তাহাকে ক্ষমা ও সান্ত্বনা করিলেন। সেইবারই পুরীদাসের মুখে প্রভু পাদাঙ্গুষ্ঠ দিলে প্রথমে তাঁহার মৌনব্রত, পরে অন্যদিন প্রভুর আজ্ঞায় শ্লোক-রচনা (অন্ত্য, ১৬ পঃ ১৫-৭৫)। তৎকালে

* *পূর্ব্বে যিনি বৃন্দাবনে গোপীগণকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট লইয়া যাইতেন, সেই বীরাদূতীই অধুনা আমার পিতা শ্রীশিবানন্দ।*

তাঁহার পুত্রত্রয় ঃ—

চৈতন্যদাস, রামদাস, আর কর্ণপূর।
তিন পুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্তশূর ॥ ৬২ ॥

(২৪খ) শিবানন্দসেনের ভাগিনেয়দ্বয় ঃ—

শ্রীবল্লভসেন, আর সেন শ্রীকান্ত।
শিবানন্দ-সম্বন্ধে প্রভুর ভক্ত একান্ত ॥ ৬৩ ॥

(২৫) শ্রীগোবিন্দানন্দ ও (২৬) শ্রীগোবিন্দ দত্ত ঃ—

প্রভুপ্রিয় গোবিন্দানন্দ—মহাভাগবত।
প্রভুর কীর্ত্তনীয়া আদি—শ্রীগোবিন্দ দত্ত ॥ ৬৪ ॥

(২৭) শ্রীবিজয়দাস ও (২৮) অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস ঃ—

শ্রীবিজয়দাস-নাম প্রভুর আখরিয়া।
প্রভুরে অনেক গ্রন্থ দিয়াছে লিখিয়া ॥ ৬৫ ॥

অনুভাষ্য

গোবিন্দকে প্রভুর আজ্ঞা—"শিবানন্দের প্রকৃতি, পুত্র যাবৎ হেথায়। আমার অবশেষ-পাত্র তারা যেন পায়।। (অন্ত্য, ১২ পঃ ১৫-৫৩)।

৬২। চৈতন্যদাস—শিবানন্দের জ্যেষ্ঠপুত্র। ইঁহার কৃত কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা-সহ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ 'শ্রীসজ্জনতোষণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। অভিজ্ঞের মতে, ইঁনিই 'চৈতন্যচরিত' নামক সংস্কৃত ভাষায় মহাকাব্যের প্রণেতা—কবিকর্ণপূর নহেন।

রামদাস—মধ্যম পুত্র। গৌরগণোদ্দেশে ১৪৫ শ্লোক—"বৃন্দাবনে যৌ বিখ্যাতৌ শুকৌ দক্ষ-বিচক্ষণৌ। তাবদ্য জাতৌ মজ্জ্যেষ্ঠৌ চৈতন্যরামদাসকৌ।।"

কর্ণপূর—পরমানন্দদাস, পুরীদাস বা কবিকর্ণপূর। ইনি অদ্বৈতশাখা শ্রীনাথ পণ্ডিতের শিষ্য, ইনি 'আনন্দবৃন্দাবন'-চম্পূ, 'অলঙ্কার-কৌস্তভ', 'শ্রীচৈতন্যচরিত' (?) মহাকাব্য, 'শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়'-নাটক, 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইনি ১৪৪৮ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৪৯৮ শকাব্দ পর্য্যন্ত গ্রন্থাদি রচনা করেন।

৬৩। শ্রীবল্লভসেন ও শ্রীকান্ত সেন—শিবানন্দের ভাগিনেয়। পুরীতে আসিবার কালে মাতুল শিবানন্দকে নিত্যানন্দপ্রভু গালি-শাপ ও লাথি মারায় ইনি অভিমান করিয়া দল ছাড়িয়া মহাপ্রভুর নিকট পূর্ব্বেই আসিয়াছিলেন। সর্ব্বজ্ঞ প্রভু তাহা জানিলেন এবং নীলাচলে বাসকাল পর্য্যন্ত গোবিন্দকে তাঁহার নিজ প্রসাদ দিবার (জন্য) অনুমতি করিলেন। রথযাত্রাকালে সাত সম্প্রদায়ের মধ্যে মুকুন্দের সম্প্রদায়ে এই দুই ভাই কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। (মধ্য, ১৩ পঃ ৪১)। গৌরগণোদ্দেশে ১৭৪ শ্লোক—"ব্রজে কাত্যায়নী যাসীদদ্য শ্রীকান্তসেনকঃ।"

৬৪। গোবিন্দানন্দ—প্রথম কীর্ত্তনে নবদ্বীপে মহাপ্রভুর সঙ্গী।

'রত্নবাহু' বলি' প্রভু থুইল তাঁর নাম।
অকিঞ্চন প্রভুর প্রিয় কৃষ্ণদাস-নাম ॥ ৬৬ ॥

(২৯) শ্রীধরের গুণরাশি ঃ—

খোলা-বেচা শ্রীধর প্রভুর প্রিয়দাস।
যাঁহা-সনে প্রভু করে নিত্য পরিহাস ॥ ৬৭ ॥
প্রভু যাঁর নিত্য লয় থোড়-মোচা-ফল।
যাঁর ফুটা-লৌহপাত্রে প্রভু পিলা জল ॥ ৬৮ ॥

(৩০) শ্রীভগবান্ পণ্ডিত ঃ—

প্রভুর অতিপ্রিয় দাস ভগবান্ পণ্ডিত।
যাঁর দেহে কৃষ্ণ পূর্ব্বে হৈল অধিষ্ঠিত ॥ ৬৯ ॥

অনুভাষ্য

শ্রীধরের গৃহে জলপানের দিবস ইনি ক্রন্দন করিয়াছিলেন। রথযাত্রায় ইনি পুরুষোত্তম গিয়াছিলেন।

গোবিন্দ দত্ত—নবদ্বীপে প্রভুর কীর্ত্তনের সঙ্গী, মূল-গায়ক হইয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে কীর্ত্তন করিতেন (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৯ম অঃ) —"মূল হঞা যে কীর্ত্তন করে প্রভুসনে।" ইঁহার শ্রীপাট—খড়দহের দক্ষিণ-সীমাস্থিত 'সুখচর' গ্রামে।

৬৫। বিজয়দাস—নবদ্বীপবাসী লিপিকার ; নবনিধির অন্যতম। ইনি প্রভুকে অনেক গ্রন্থ লিখিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য গৌরহরি তাঁহাকে 'রত্নবাহু' নাম দিয়াছিলেন। শুক্লাম্বর-গৃহে মহাপ্রভু বিজয়কে কৃপা করেন—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৫ অঃ দ্রষ্টব্য।

৬৬। অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস—নবদ্বীপবাসী, প্রভুর সঙ্গী। রথযাত্রায় পুরুষোত্তম আসিয়াছিলেন। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৯ম অঃ দ্রষ্টব্য।

৬৭-৬৮। শ্রীধর—নবদ্বীপবাসী কদলীকাননোপজীবী দরিদ্র বিপ্র। চৈঃ ভাঃ আদি ৮ম অঃ—শ্রীধরের সহিত কাড়াকাড়ি, মধ্য ৯ম অঃ—প্রভুর 'সাতপ্রহরিয়া' ভাবে শ্রীধরের প্রতি কৃপা এবং কাজীদলন-কালে কীর্ত্তন শুনিয়া শ্রীধরের নৃত্য (মধ্য ২৩ অঃ আদিতে) এবং (মধ্য ২৩ অঃ শেষে)—ছিদ্রযুক্ত জীর্ণ লৌহ-পাত্রে প্রভুর পরমানন্দে জলপান এবং (মধ্য ১৬ অঃ)—সন্ন্যাসের পূর্ব্বরাত্রে শ্রীধরপ্রদত্ত লাউ শচীদেবীদ্বারা রন্ধন করাইয়া ভোজন-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। পুরুষোত্তমে রথযাত্রা উপলক্ষে গমন করিতেন। কর্ণপূরের মতে, ইনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম সখা কুসুমাসব-গোপাল—গৌরগণোদ্দেশে ১৩৩ শ্লোক—"খোলাবেচা-তয়া খ্যাতঃ পণ্ডিতঃ শ্রীধরো দ্বিজঃ। আসীদ্‌ব্রজে হাস্যকরো যো নাম্না কুসুমাসবঃ।।"

৬৯। ভগবান্ পণ্ডিত—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৯ম অঃ—"চলিলেন লেখক পণ্ডিত ভগবান্। যাঁর দেহে কৃষ্ণ হইয়াছিলা অধিষ্ঠান।।"

(৩১) শ্রীজগদীশ পণ্ডিত ও (৩২) হিরণ্য ঃ—

জগদীশ পণ্ডিত, আর হিরণ্য মহাশয়।
যারে কৃপা কৈল বাল্যে প্রভু দয়াময় ॥ ৭০ ॥
এই দুই-ঘরে প্রভু একাদশী-দিনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি' খাইল আপনে ॥ ৭১ ॥

(৩৩) শ্রীপুরুষোত্তম ও (৩৪) শ্রীসঞ্জয় ঃ—

প্রভুর পড়ুয়া দুই,—পুরুষোত্তম, সঞ্জয়।
ব্যাকরণে দুই শিষ্য—দুই মহাশয় ॥ ৭২ ॥

(৩৫) শ্রীবনমালী পণ্ডিত-শাখা ঃ—

বনমালী পণ্ডিত শাখা বিখ্যাত জগতে।
সোণার মুষল হল যে দেখিল প্রভুর হাতে ॥ ৭৩ ॥

(৩৬) শ্রীবুদ্ধিমন্ত খান ঃ—

শ্রীচৈতন্যের অতি প্রিয় বুদ্ধিমন্ত খান।
আজন্ম আজ্ঞাকারী তেঁহো সেবক-প্রধান ॥ ৭৪ ॥

(৩৭) শ্রীগরুড় পণ্ডিত ঃ—

গরুড় পণ্ডিত লয় শ্রীনাম-মঙ্গল।
নাম-বলে বিষ যাঁরে না করিল বল ॥ ৭৫ ॥

(৩৮) শ্রীগোপীনাথ সিংহ ঃ—

গোপীনাথ সিংহ—এক চৈতন্যের দাস।
অক্রূর বলি' প্রভু যাঁরে কৈলা পরিহাস ॥ ৭৬ ॥

(৫ক) দেবানন্দ পণ্ডিত শাখা ঃ—

ভাগবতী দেবানন্দ বক্রেশ্বর-কৃপাতে।
ভাগবতের ভক্তি-অর্থ পাইল প্রভু হৈতে ॥ ৭৭ ॥

অনুভাষ্য

৭০-৭১। জগদীশ পণ্ডিত—গৌরগণোদ্দেশে ১৯২ শ্লোক —"অপরে যজ্ঞপত্ন্যৌ শ্রীজগদীশ-হিরণ্যকৌ। একাদশ্যাং যয়োরন্নং প্রার্থয়িত্বাঽঘসৎ প্রভুঃ।।" ১৪৩ শ্লোক—"আসীদ্‌ব্রজে চন্দ্রহাসো নর্ত্তকো রসকোবিদঃ। সোঽয়ং নৃত্যবিনোদী শ্রীজগদীশাখ্যপণ্ডিতঃ।।" চৈঃ চঃ আদি, ১১ পঃ ৩০ ও ১৪ পঃ ৩৯ সংখ্যা এবং চৈঃ ভাঃ আদি, ৪র্থ অঃ—একাদশী-তিথিতে প্রভুর হিরণ্য-জগদীশের গৃহস্থিত বিষ্ণুনৈবেদ্য-ভোজন বর্ণিত। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৬ অঃ—"জগদীশ পণ্ডিত পরম জ্যোতির্ধাম। সপার্ষদে নিত্যানন্দ যাঁর ধনপ্রাণ।।'

হিরণ্যপণ্ডিত—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৫ম অঃ—নবদ্বীপে হিরণ্যপণ্ডিত নামে এক সুব্রাহ্মণের গৃহে নিত্যানন্দ একাকী বহুমূল্য অলঙ্কার পরিয়া অবস্থান করিলে এক দস্যুপতি তাঁহার শ্রীঅঙ্গ হইতে সেইসকল অপহরণ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও শেষে বিফল মনোরথ হইয়া নিতাইর চরণে শরণ গ্রহণ করে।

৭২। পুরুষোত্তম ও সঞ্জয়—এই পণ্ডিতদ্বয় নবদ্বীপবাসী ; প্রথমে পড়ুয়া, পরে কীর্ত্তনারম্ভে সঙ্গী। চৈঃ ভাঃ আদি, ১০ম অধ্যায়ে—"অনেক জন্মের ভৃত্য মুকুন্দ সঞ্জয়। পুরুষোত্তম দাস হেন (হন) যাঁহার তনয়।। প্রতিদিন সেই ভাগ্যবন্তের আলয়। পড়াইতে গৌরচন্দ্র করেন বিজয়।। চণ্ডীগৃহে গিয়া প্রভু বসেন প্রথমে। তবে শেষে শিষ্যগণ আইসেন ক্রমে।।" চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৮ম অধ্যায়ে—"পুরুষোত্তম সঞ্জয় চলিলা হর্ষমনে। যে প্রভুর মুখ্য শিষ্য পূর্ব্ব অধ্যয়নে।।" অতএব চৈঃ ভাঃ বর্ণনমতে মুকুন্দ-সঞ্জয়ের পুত্র—পুরুষোত্তম সঞ্জয় ; কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী 'পুরুষোত্তম' ও 'সঞ্জয়' নামক দুইজন ব্যক্তি বলিবার উদ্দেশ্যে এই দুইটী শব্দ তিনবার ব্যবহার করিয়া চৈতন্যভাগবতের ধারণা শুদ্ধ করিয়াছেন।

৭৩। বনমালী পণ্ডিত—"চলিলেন বনমালী পণ্ডিত মঙ্গল। যে দেখিল সুবর্ণের শ্রীহলমুষল।।" গৌরগণোদ্দেশে ১৪৪ শ্লোক —"বেণুঞ্চ মুরলীং যোঽধাৎ নাম্না মালাধরো ব্রজে। সোঽধুনা বনমালাখ্যাঃ পণ্ডিতো গৌরবল্লভঃ।।" * প্রভুর বলদেবভাব ইনি দর্শন করিয়াছিলেন—চৈঃ চঃ আদি, ১৭ পঃ ১১৯ ও চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৮ম অঃ। শ্রীবাসের বাটীতে বিষ্ণুখট্টার উপর আরোহণ-পূর্ব্বক নিত্যানন্দ-প্রভুর নিকট হইতে হলমুষল লইয়া যে লীলা প্রদর্শন করেন, তাহাতে বনমালী পণ্ডিত ঐদিনে প্রভুর হস্তে স্বর্ণ-হলমুষল দেখিলেন, এরূপ কথার উল্লেখ নাই।

৭৪। বুদ্ধিমন্ত খান—নবদ্বীপবাসী জনৈক ধনবান্ ভক্ত। ইনি প্রভুর রাজপণ্ডিত সনাতনমিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত দ্বিতীয়বার বিবাহের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। প্রভুর বায়ুব্যাধি হইলে তাঁহার চিকিৎসা করান। জলক্রীড়ায় ও কীর্ত্তনে সঙ্গী ছিলেন এবং চন্দ্রশেখর-গৃহে প্রভুর মহালক্ষ্মীকাচের অভিনয়ে বস্ত্রাদি ভূষণ সংগ্রহ করেন। রথযাত্রায় নীলাচলে গিয়াছিলেন।

৭৫। গরুড় পণ্ডিত,—নবদ্বীপবাসী প্রভুর সঙ্গী। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৯ম অঃ—"চলিলেন শ্রীগরুড় পণ্ডিত হরিষে। নামবলে যাঁরে না লঙ্ঘিল সর্পবিষে।।" গৌরগণোদ্দেশে ১৭ শ্লোক— "গরুড় পণ্ডিতঃ সোঽদ্য গরুড়ো যঃ পুরা শ্রুতঃ।।"

৭৬। গোপীনাথ সিংহ,—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৮ম অঃ—(রথযাত্রায়) "চলিলেন গোপীনাথ সিংহ মহাশয়। 'অক্রূর' করিয়া যাঁরে গৌরচন্দ্র কয়।।" গৌরগণোদ্দেশে ১১৭ শ্লোক—"পুরা যোঽক্রূরনামাসীৎ স গোপীনাথসিংহকঃ।।"

* *মালাধর-নামক যিনি ব্রজে বেণু ও মুরলী ধারণ করিতেন, তিনিই অধুনা গৌরপ্রিয় শ্রীবনমালী পণ্ডিত।*

শ্রীখণ্ডবাসী—(৩৯) মুকুন্দ, (৩৯ক) রঘুনন্দন, (৪০) নরহরি, (৪১) চিরঞ্জীব, (৪২) সুলোচন ঃ—

খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস, শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরি দাস, চিরঞ্জীব, সুলোচন ॥ ৭৮ ॥
এই সব মহাশাখা—চৈতন্য-কৃপাধাম।
প্রেম-ফল-ফুল করে যাঁহা তাঁহা দান ॥ ৭৯ ॥

কুলীনগ্রামবাসী—(২০খ) রামানন্দ, (২০গ) যদুনাথ, (২০ঘ) পুরুষোত্তম, (২০ঙ) শঙ্কর, (২০চ) বিদ্যানন্দ ঃ—

কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ, রামানন্দ।
যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ ॥ ৮০ ॥

(২০ছ) বাণীনাথ বসু আদি কুলীন-গ্রামবাসীর মাহাত্ম্য ঃ—

বাণীনাথ বসু আদি যত গ্রামী জন।
সবেই চৈতন্যভৃত্য,—চৈতন্য-প্রাণধন ॥ ৮১ ॥
প্রভু কহে,—'কুলীনগ্রামের যে হয় কুক্কুর।
সেই মোর প্রিয়, অন্য জন রহু দূর ॥ ৮২ ॥
কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম, সেহ কৃষ্ণ গায়' ॥' ৮৩ ॥

(৪৩) শ্রীসনাতন, (৪৪) শ্রীরূপ ও (৪৫) শ্রীঅনুপম-শাখা ঃ—

অনুপম বল্লভ, শ্রীরূপ, সনাতন।
এই তিন শাখা বৃক্ষের পশ্চিমে গণন ॥ ৮৪ ॥

অনুভাষ্য

৭৭। দেবানন্দ—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ২১ অঃ—"সার্ব্বভৌম-পিতা বিশারদ মহেশ্বর। তাঁহার জাঙ্গালে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর।। সেইখানে দেবানন্দপণ্ডিতের বাস।" চৈঃ চঃ মধ্য, ১ম পঃ—"কুলিয়া-গ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ।" ইনি মুমুক্ষু হইয়া ভাগবত পাঠ করিতেন। একদিন ইঁহার পাঠকালে শ্রীবাস পণ্ডিত ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার পাষণ্ড ছাত্রগণ শ্রীবাসকে বিতাড়িত করেন (চৈঃ ভাঃ মধ্য, ৯ ও ২১ অঃ)। বহুপরে একদিন মহাপ্রভু ঐ পথে আসিয়া দেবানন্দকে ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে দেখিয়া ক্রোধবশে বৈষ্ণবে শ্রদ্ধাহীন দেবানন্দকে তীব্র ভর্ৎসনা করিলেন। দেবানন্দের মহাপ্রভুতেও বিশ্বাস ছিল না। তাঁহার বহু সৌভাগ্যক্রমে একবার বক্রেশ্বর পণ্ডিত তাঁহার গৃহে অবস্থান করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন করিলে দেবানন্দ বক্রেশ্বর-প্রসাদে প্রভুর মহিমা অবগত হন এবং প্রভু তাঁহাকে ভাগবতের ভক্তি ব্যাখ্যা করিতে বলেন। ইনি ব্রজের নন্দের সভা-পণ্ডিত ভাগুরিমুনি গৌঃ গঃ ১০৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৭৮। মুকুন্দদাস,— ইনি নারায়ণদাসের পুত্র এবং নরহরি সরকার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ; ইঁহার মধ্যম ভ্রাতার নাম মাধবদাস। ইঁহার পুত্র রঘুনন্দন। রঘুনন্দনের বংশাবলী আজও কাটোয়া হইতে চারিমাইল পশ্চিমে শ্রীখণ্ড-গ্রামে বাস করিতেছেন। রঘুনন্দনের পুত্র কানাই ; তাঁহার দুই পুত্র—মদন রায় (নরহরি ঠাকুরের শিষ্য) ও বংশীবদন। এই বংশে অদ্যাবধি কিঞ্চিদধিক চারিশত ব্যক্তি জাত হইয়াছেন। তাঁহাদের ধারাবাহিক বংশপ্রণালী শ্রীখণ্ডে আছে। গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় ১৭০ শ্লোক—"ব্রজাধিকারিণী যাসীদ্‌বৃন্দা দেবী তু নামতঃ। সা শ্রীমুকুন্দদাসোঽদ্য খণ্ডবাসঃ প্রভুপ্রিয়ঃ।।" ইঁহার অত্যাশ্চর্য্য কৃষ্ণপ্রেম বর্ণন—এই গ্রন্থের মধ্য পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে (১১৩-১৩১) সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

রঘুনন্দন—ইনি শ্রীগৌরবিগ্রহের সেবা করিতেন (ভক্তি-রত্নাকর অষ্টম তরঙ্গ দ্রষ্টব্য)। গৌরগণোদ্দেশে ৭০ শ্লোক—"ব্যূহস্তৃতীয়ঃ প্রদ্যুম্নঃ প্রিয়নর্ম্মোসখোঽভবন্। চক্রে লীলাসহায়ং যো রাধামাধবয়োর্ব্রজে।।" ইনি ৩য় ব্যূহ প্রদ্যুম্ন বিষ্ণু ('মুকুন্দদাস' দ্রষ্টব্য)। 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে নবমতরঙ্গে শ্রীখণ্ডের মহোৎসবের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

নরহরিদাস সরকার ঠাকুর,—গৌরগণোদ্দেশে ১৭৭ শ্লোকে —"পুরা মধুমতী প্রাণসখী বৃন্দাবনে স্থিতা। অধুনা নরহর্য্যাখ্যঃ সরকারঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ।।" ইঁহারই শিষ্য—ঝামটপুরের নিকটস্থ কোগ্রাম-নিবাসী শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-প্রণেতা শ্রীলোচনদাস ঠাকুর। ঐ গ্রন্থে শ্রীগদাধর ও শ্রীনরহরি শ্রীমহাপ্রভুর অতিশয় প্রিয় বলিয়া বর্ণিত। চৈতন্যভাগবতের মধ্যে খণ্ডবাসিগণের তাদৃশ সবিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না।

চিরঞ্জীব ও সুলোচন,—ইঁহারা উভয়েই খণ্ডবাসী। তাঁহাদের স্থান আজও শ্রীখণ্ডে দেখা যায়। ইঁহাদের বংশ বিদ্যমান আছেন। চিরঞ্জীব সেনের দুই পুত্র ; জ্যেষ্ঠ—রামচন্দ্র কবিরাজ—শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য ও ঠাকুরমহাশয়ের সঙ্গী। কনিষ্ঠ—পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস কবিরাজ। চিরঞ্জীবের পত্নী সুনন্দা ও শ্বশুর দামোদর সেন কবিরাজ (খণ্ডবাসী)। চিরঞ্জীব পূর্ব্বে ভাগীরথী-তীরে কুমারনগর গ্রামে বাস করিতেন (ভক্তিরত্নাকর)। চিরঞ্জীব,—ব্রজের চন্দ্রিকা। গৌঃ গঃ ১৯৭ ও ২০৭ শ্লোক — "খণ্ডবাসৌ নরহরেঃ সাহচর্য্যান্মহত্তরৌ। গৌরাঙ্গৈকান্তশরণৌ চিরঞ্জীব-সুলোচনৌ।।"

৮০। 'রামানন্দবসু'—গৌরগণোদ্দেশে—"কলকণ্ঠিসুকণ্ঠ্যৌ যে ব্রজে গান্ধর্ব্বনাটিকে। রামানন্দ-বসুঃ সত্যরাজশ্চাপি যথা-যথম্।।" যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ প্রভৃতি সকলেই বসুবংশজাত। এই বসুবংশের সকলেই কৃষ্ণভক্ত এবং কৃষ্ণলীলা-অভিনয়ে সুদক্ষ ছিলেন। অদ্যাপিও কৃষ্ণলীলাভিনয়ের স্মৃতি রক্ষিত হইতেছে। ইঁহারা হরিদাস ঠাকুরের অনুগত শুদ্ধভক্ত। পূর্ব্বোল্লিখিত ৪৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮৪। অনুপম,—শ্রীজীব গোস্বামীর পিতা এবং শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামিদ্বয়ের অনুজ। ইঁহার পূর্ব্ব নাম 'শ্রীবল্লভ'

অনুভাষ্য

এবং শ্রীমহাপ্রভুর প্রদত্ত নাম—'অনুপম'। গৌড়ের বাদশাহের কর্ম্ম করায় ইঁহাদিগের 'মল্লিক' উপাধি। "অনুপম মল্লিক,—তাঁর নাম শ্রীবল্লভ।। শ্রীরূপ গোসাঞির ছোট ভাই পরম বৈষ্ণব।।"—চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ পঃ ৩৬ সংখ্যা। ভরদ্বাজ-গোত্রীয় জগদ্‌গুরু 'সর্ব্বজ্ঞ'-নামক এক মহাত্মা দ্বাদশ শক-শতাব্দীতে কর্ণাটদেশে ব্রাহ্মণ-রাজবংশে সমুদিত হন। তাঁহার পুত্র অনিরুদ্ধের রূপেশ্বর ও হরিহর-নামক তনয়দ্বয় জন্মে। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইলে জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বর শিখরভূমিতে বাস স্থাপন করেন। রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ গঙ্গাতীরে 'নৈহাটী' নামক গ্রামে বাস করিয়া পাঁচটী পুত্র লাভ করেন। তন্মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ মুকুন্দের পুত্র মহা সদাচারী কুমারদেব—সনাতন, রূপ ও অনুপমের জনক। কুমারদেব বাক্লা-চন্দ্রদ্বীপে বাস করেন। তদানীন্তন 'যশোহর' প্রদেশের অন্তর্গত 'ফতেয়াবাদ' নামক স্থানে তাঁহার আলয় ছিল। তাঁহার কতিপয় পুত্রের মধ্যে তিনটী পুত্র বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। শ্রীবল্লভ চন্দ্রদ্বীপ হইতে নিজ জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের সহিত গৌড়ে 'রামকেলি' গ্রামে কর্ম্মোপলক্ষে বাস করিয়াছিলেন। এখানেই শ্রীজীব গোস্বামীর জন্ম হয়। নবাব সরকারে কার্য্য করায় তিনজনেই 'মল্লিক' উপাধি লাভ করেন। শ্রীমহাপ্রভু যেকালে রামকেলিতে গিয়াছিলেন, সেইসময়ে অনুপমের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। শ্রীরূপগোস্বামী বিষয়-কার্য্য ত্যাগ করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর চরণোদ্দেশে শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার কালে বল্লভ তাঁহার সঙ্গী হন। প্রয়াগে মহাপ্রভুর সহিত মিলন-বর্ণন—মধ্য, ১৯ পঃ দ্রষ্টব্য।

শ্রীমহাপ্রভুর নিকট হইতে শ্রীরূপ ও অনুপম বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। উহা শ্রীমহাপ্রভুর সনাতনের প্রতি উক্তিতেই জানা যায়,—"রূপ-অনুপম দুঁহে বৃন্দাবন গেলা।" তৎকালে সুবুদ্ধি রায় মথুরা-নগরীতে শুষ্ক কাষ্ঠ বিক্রয়পূর্ব্বক তদ্দ্বারা নিজের পোষণ ও অন্যান্য বৈষ্ণবের পরিচর্য্যা করিতেছিলেন। শ্রীরূপ ও অনুপম তাঁহার নিকট পৌঁছিলে তিনি বিশেষ প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনস্থ দ্বাদশবন ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে ভ্রাতৃদ্বয় একমাসকাল থাকিয়া শ্রীসনাতন গোস্বামীর অনুসন্ধানার্থ গঙ্গাতীর-পথে প্রয়াগে আসিলেন ; কিন্তু শ্রীসনাতন রাজপথে মথুরায় আগমন করায় ভ্রাতৃত্রয় সম্মিলিত হইতে পারিলেন না। সুবুদ্ধিরায় অনুপম ও রূপের কথা সনাতনকে জানাইলেন। অনুপম ও শ্রীরূপ, উভয়েই কাশীতে আসিয়া মহাপ্রভুর নিকট সকল কথা শুনিয়া দশদিবস পরে গৌড়ে যাত্রা করিলেন। তথায় বৈষয়িক ব্যবস্থা সমাধানপূর্ব্বক শ্রীমহাপ্রভুর আজ্ঞামত উভয়েই নীলাচলে যাত্রা করেন। ১৪৩৬ শকাব্দে পথে গঙ্গাতীরে অনুপমের শ্রীরামচন্দ্রের ধাম লাভ হইল। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার অনুজের প্রাপ্তি-সংবাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নীলাচলে

অনুভাষ্য

জ্ঞাপন করিলেন। বল্লভ শ্রীরামোপাসক থাকায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত ব্রজভজনের পথ সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ শ্রীরামচন্দ্র বলিয়া জানিতেন। ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থে অনুপমের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—"অনুপম-নাম থুইল শ্রীগৌরসুন্দর। সদা মত্ত রঘুনাথ-বিগ্রহসেবনে। রঘুনাথ বিনা যেঁই অন্য নাহি জানে।। সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনাথ—চৈতন্য গোসাঞি।।"

শ্রীরূপ—গৌরগণোদ্দেশে ১৮০ শ্লোক—"শ্রীরূপমঞ্জরী খ্যাতা যাসীদ্ বৃন্দাবনে পুরা। সাদ্য রূপাখ্যগোস্বামী ভূত্বা প্রকটতামিয়াৎ।।" ভক্তিরত্নাকরে ১ম তরঙ্গে—"শ্রীরূপ গোস্বামী গ্রন্থ ষোড়শ করিল। (১) কাব্য 'হংসদূত', আর (২) 'উদ্ধবসন্দেশ'। (৩) কৃষ্ণজন্মতিথিবিধি' বিধান অশেষ।। (৪-৫) 'গণোদ্দেশদীপিকা' বৃহৎ-লঘুদ্বয়। (৬) 'স্তবমালা', (৭) 'বিদগ্ধমাধব'—রসময়।। (৮) 'ললিতমাধব'—বিপ্রলম্ভের অবধি। 'দানলীলা কৌমুদী' আনন্দ-মহোদধি।। (৯) 'দানকেলিকৌমুদী' বিদিত এই নাম। (১০) 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থ অনুপম।। (১১) 'শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থ রসপূর। প্রযুক্তা (১২) 'আখ্যাতচন্দ্রিকা' গ্রন্থ সুমধুর।। (১৩) 'মথুরা-মহিমা', (১৪) পদ্যাবলী' এ বিদিত। (১৫) 'নাটকচন্দ্রিকা', (১৬) 'লঘুভাগবতামৃত'।। বৈষ্ণব-ইচ্ছায় একাদশ শ্লোক কৈল। কৃষ্ণদাস কবিরাজে বিস্তারিতে দিল।। পৃথক্ পৃথক্ স্তব গোস্বামী বর্ণিল। শ্রীজীব-সংগ্রহে 'স্তবমালা' নাম হৈল।। সংক্ষেপে করিল আর বিরুদলক্ষণ। 'গোবিন্দবিরুদাবলী' তাহার লক্ষণ।।" চৈঃ চঃ মধ্য, ১ম পঃ ৩৫-৪৪ এবং অন্ত্য ৪র্থ পঃ ২১৯-২৩১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। শ্রীরূপের বিষয় ত্যাগ—মধ্য, ১৯ পঃ ৪ সংখ্যা ; ধনবিভাগ ৭ ; প্রয়াগে আসিয়া প্রভুসহ মিলন ৩৭ ও ৪৫ ; অনুপমসহ বল্লভভট্টের গৃহে প্রসাদসেবা ৮৮ ; প্রয়াগে প্রভুর নিকট শিক্ষা ১৩৫-২৩৩, প্রভুকর্ত্তৃক বৃন্দাবন-গমনে আদেশ ২৩৭, পুনরায় রূপের গৌড়ে আগমন ও অনুপমের গঙ্গা-প্রাপ্তি—অন্ত্য ১ম পঃ ৩৭ সংখ্যা, শ্রীক্ষেত্রে ঠাকুর হরিদাসের কুটীরে আগমন ও সগণ প্রভুসহ মিলন ৪৮ ও ৫৪ ; প্রভুকর্ত্তৃক শ্রীরূপের হস্তাক্ষর-প্রশংসা, প্রভুর হৃদয়ভাবানুযায়ী শ্লোক এবং ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাধবের রচনারম্ভ ও শ্রীরামরায়-কর্ত্তৃক প্রশংসা ৬৮-১৯২ ; প্রভুর ভক্তিশাস্ত্র-প্রকাশে ইচ্ছা ও শ্রীরূপকে বৃন্দাবনে যাইতে আজ্ঞা ২০২, ২১৬ ; রূপের বৃন্দাবনে গমন ২১১ ; এবং সনাতনপ্রভুর বৃন্দাবন-গমনে তৎসহ মিলন—অন্ত্য, ৪ পঃ ২১৩ এবং গৌর-আজ্ঞা-পালন ২১৭-২২২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

সনাতন—গৌরগণোদ্দেশে ১৮১ শ্লোক—"যা রূপমঞ্জরীপ্রেষ্ঠা পুরাসীদ্রতিমঞ্জরী। সোচ্যতে নামভেদেন লবঙ্গমঞ্জরী বুধৈঃ।। সাদ্য গৌরাভিন্নতনুঃ সর্ব্বারাধ্যঃ সনাতনঃ। তমেব

(৪৪ক) শ্রীজীব ঃ—

তাঁর মধ্যে রূপ-সনাতন—বড় শাখা ।
অনুপম, জীব, রাজেন্দ্রাদি—উপশাখা ॥ ৮৫ ॥

অনুভাষ্য

প্রাবিশৎ কার্য্যান্মুনিরত্নঃ সনাতনঃ।।"* ভক্তিরত্নাকরে প্রথম তরঙ্গে—"শ্রীসনাতনের গুরু বিদ্যাবাচস্পতি। মধ্যে মধ্যে রাম-কেলি-গ্রামে তাঁর স্থিতি।। সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলা যাঁর ঠাঁই। যৈছে গুরুভক্তি কহি,—ঐছে সাধ্য নাই।। যবন দেখিলে পিতা প্রায়শ্চিত্ত করয়। হেন যবনের সঙ্গ নিরন্তর হয়।। করি' মুখা-পেক্ষা যবনের গৃহে যান। এহেতু আপনা মানে ম্লেচ্ছের সমান।। ইথে অতি দীনহীন আপনা মানয়।। যবে মগ্ন হন দৈন্য-সমুদ্র মাঝারে। ম্লেচ্ছাদিক হইতে নীচ মানে আপনারে।। নীচজাতি-সঙ্গে সদা নীচ ব্যবহার। এই হেতু "নীচজাত্যাদিক" উক্তি তাঁর।। বিপ্ররাজ হইয়া মহাখেদযুক্ত অন্তরে। আপনাকে বিপ্রজ্ঞান কভু নাহি করে।।" ভক্তিরত্নাকর ১ম তরঙ্গে—"সনাতন গোস্বামীর গ্রন্থ-চতুষ্টয়। টীকাসহ 'ভাগবতামৃত'-খণ্ডদ্বয়।। হরিভক্তিবিলাস-টীকা 'দিক্‌প্রদর্শিনী'। 'বৈষ্ণব-তোষণী'-নাম দশম-টিপ্পনী।। 'লীলাস্তব' দশম-চরিত যারে কয়। সনাতন গোস্বামীর এই চতুষ্টয়।।" চৌদ্দশত সপ্ত ছয়ে (১৪৭৬) সম্পূর্ণ বৃহৎ (অর্থাৎ বৈষ্ণবতোষণী)। পনরশত চারিশকে (১৫০৪) লঘুতোষণী সুসম্মত।। (মহাপ্রভু) রামানন্দদ্বারে কন্দর্পের দর্প নাশে। দামোদর-দ্বারে নৈরপেক্ষ্য পরকাশে।। হরিদাস-দ্বারে সহিষ্ণুতা জানাইল। সনাতন-রূপ-দ্বারে দৈন্য প্রকাশিল।।"

সনাতনের বিষয়ত্যাগের উপায় চিন্তন—মধ্য, ১৯শ পঃ ১৩; পীড়ার ভাণে ভাগবতালোচনা ১৫ ; বাদসাহের তদ্দর্শনে আগমন ১৮ ; বাদসাহ-কর্ত্তৃক বন্ধন ২৭ ; বাদসাহের সহিত উড়িষ্যা-দেশে যুদ্ধে যাইতে অস্বীকার ২৯ ; গৃহত্যাগকালে রূপের সনাতন-সকাশে কারাগৃহে পত্র-প্রেরণ ৬২ ও ২০শ পঃ ৩ ; কারারক্ষককে উৎকোচদানে মুক্তি ৪ ; একমাত্র ভৃত্য ঈশানসহ পলায়ন ও অষ্টমোহর দানে দস্যুপতির কবল হইতে আত্মরক্ষা ও তৎসাহায্যে পর্ব্বতাতিক্রমণ ও ঈশানকে বিদায় দিয়া একাকী গমন ১৬-২৫ ; হাজিপুরে ভগিনীপতি শ্রীকান্তের সহিত মিলন ও তথায় অবস্থান করিতে অস্বীকার, তাঁহার নিকট হইতে ভোট-কম্বল গ্রহণ ৩৮-৪৪ ; বারাণসীতে আগমন ও চন্দ্রশেখর-গৃহে প্রভুসহ মিলন ৫১ ; ক্ষৌরকর্ম্ম করাইয়া বেশ পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক তপনমিশ্র-প্রদত্ত পুরাতন বস্ত্রের বহির্ব্বাস ও কৌপীনগ্রহণ ৬৮-৭৭ ; মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রগৃহে ভিক্ষা ৭৯ ; প্রভুর নিকট তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও প্রভুর শিক্ষা—(১) সম্বন্ধ-জ্ঞান—২০শ পঃ ৯৮ হইতে ২১শ পঃ সম্পূর্ণ, (২) অভিধেয়-বিচার—২২ পঃ সম্পূর্ণ, (৩)

শ্রীরূপ-সনাতন-শাখার বিস্তৃতি ও কার্য্য ঃ—

মালীর ইচ্ছায় শাখা বহুত বাড়িল ।
বাড়িয়া পশ্চিমদেশ সব আচ্ছাদিল ॥ ৮৬ ॥

অনুভাষ্য

প্রয়োজন-বিচার—২৩ পঃ ৩-৯৩ ; সনাতনকে ভক্তিসিদ্ধান্ত (লিখন), লুপ্ততীর্থোদ্ধার, বৈষ্ণবস্মৃতি সংকলনদ্বারা বৈষ্ণবসমাজ-সংস্থাপন এবং ভক্তিশাস্ত্র-প্রচারে আদেশ ৯৭ ; আশীর্ব্বাদ ১১৮; তাঁহার নিকটে 'আত্মারাম' শ্লোকের প্রথমে ১৮ প্রকার, পরে ৬১ প্রকার অর্থ-ব্যাখ্যা ২৪ পঃ ৪-৩০৮ ; সনাতনের রাজপথ দিয়া মথুরা গমন ও সুবুদ্ধিরায়ের সহিত মিলন ২০৩-২০৪ ; পুনরায় সনাতনের ঝারিখণ্ডপথে নীলাচলে আগমন—অন্ত্য, ৪র্থ পঃ ৩ ; রথচক্রে দেহত্যাগ-সঙ্কল্প ১২ ; হরিদাসসহ মিলন ও সগণ প্রভুর দর্শন ১৪-২২ ; অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি ও মাহাত্ম্য-শ্রবণ ৩০-৪৭ ; সনাতনের দেহত্যাগ-সঙ্কল্পে প্রভুর অমত ৫৪-৬৫ ; সনাতন গোস্বামীর দ্বারা প্রভুর স্বপ্রয়োজন-সাধনেচ্ছা ৭৬-৮৮ ; সনাতনের হরিদাস ঠাকুরের মহিমা-বর্ণন ১০০-১০৩ ; মর্য্যাদামার্গীয় জগন্নাথসেবকগণের স্পর্শভয়ে তপ্তবালির উপর দিয়া প্রভু-সকাশে গমন ও তদ্দর্শনে প্রভুর সন্তোষ ১১৫-১৩১; জগদানন্দের কথায় বৃন্দাবন-গমনে আদেশ প্রার্থনা ১৪১-১৫৫; প্রভুকর্ত্তৃক সনাতনের স্তুতি ১৬৩-১৭০ ; সনাতনের অপ্রাকৃত দেহে প্রভুর প্রীতি ও আলিঙ্গন, ফলে দিব্যদেহ-প্রাপ্তি ১৭২-১৯৮ ; একবৎসর নীলাচলে থাকিতে প্রভুর আদেশ ২০০ ; বৃন্দাবনে প্রেরণ ২০৭ ; ও শ্রীরূপসহ বহুকাল পরে বৃন্দাবনে গিয়া মিলন ২১৩ ; গৌরের আজ্ঞাপালন ২১৭-২২২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামীর শ্রীপাট শ্রীরামকেলি ('গুপ্ত বৃন্দাবন')—বর্ত্তমান সহর ইংরেজবাজার (মালদহ) হইতে প্রায় ৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। সেখানে নিম্নলিখিত দ্রষ্টব্যস্থান আছে, যথা ;—

(১) শ্রীমদনমোহন বিগ্রহ—শ্রীসনাতনকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ। (২) কেলিকদম্ব বৃক্ষ—এই বৃক্ষের তলদেশে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সহিত নিশীথে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামীর সাক্ষাৎ হয় ও সপার্ষদ মহাপ্রভু ভক্তগণকে প্রেমামৃত দান করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ। (৩) রূপসাগর—শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ সরোবর। এই সরোবরটী পঙ্কোদ্ধার ও শ্রীরাম-কেলিপাটের লুপ্তকীর্ত্তি উদ্ধারের জন্য মালদহে ইং ৮।৬।১৯২৪ তারিখে "রামকেলি-সংস্কার-সমিতি" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৮৫। জীব—গৌরগণোদ্দেশে ২০৩ শ্লোক—"সুশীলঃ পণ্ডিতঃ শ্রীমান্ জীবঃ শ্রীবল্লভাত্মজঃ।" ১৯৫ শ্লোকে—ইনি ব্রজলীলায় বিলাসমঞ্জরী। শ্রীজীব বাল্যকালে শ্রীমদ্ভাগবতের

** পূর্ব্বে যিনি শ্রীরূপমঞ্জরী-প্রেষ্ঠা রতিমঞ্জরী ছিলেন এবং পণ্ডিতগণ-কর্ত্তৃক নামভেদে লবঙ্গমঞ্জরী বলিয়া কথিত হন, তিনিই অধুনা গৌরাভিন্ন-তনু সর্ব্বপূজিত শ্রীসনাতন গোস্বামী। মুনিরত্ন শ্রীসনাতন কার্য্যবশতঃ তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।*

অনুভাষ্য

অনুরাগী ছিলেন ; পরে নবদ্বীপে আগমনপূর্ব্বক শ্রীনিত্যানন্দের অনুসরণে শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা ও দর্শন করিয়া কাশীতে গমনপূর্ব্বক মধুসূদন বাচস্পতির নিকট সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ; তৎপরে বৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীরূপ-সনাতনের আশ্রিত হইলেন। (শ্রীভক্তিরত্নাকরে প্রথম তরঙ্গে)—"শ্রীজীবের গ্রন্থ পঞ্চবিংশতি বিদিত।(১) 'হরিনামামৃত ব্যাকরণ দিব্যরীত।।(২) 'সূত্রমালিকা' (৩) 'ধাতুসংগ্রহ' সুপ্রকার। (৪) 'কৃষ্ণার্চ্চাদীপিকা'-গ্রন্থ অতি চমৎকার।। (৫) 'গোপালবিরুদাবলী' (৬) 'রসামৃতশেষ'। (৭) 'শ্রীমাধব-মহোৎসব' সর্ব্বাংশে বিশেষ।। (৮) 'শ্রীসঙ্কল্পকল্পবৃক্ষ'-গ্রন্থের প্রচার। (৯) 'ভাবার্থসূচক'-চম্পূ অতি চমৎকার।। (১০) 'গোপালতাপনী-টীকা' (১১) টীকা 'ব্রহ্মসংহিতার'। (১২) 'রসামৃত-টীকা', (১৩) 'শ্রীউজ্জ্বল-টীকা' আর।।(১৪) 'যোগসার-স্তবের টীকা'তে সুসঙ্গতি। (১৫) 'অগ্নিপুরাণস্থ শ্রীগায়ত্রী-ভাষ্য' তথি।। (১৬) পদ্মপুরাণোক্ত 'শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন'। (১৭) 'শ্রীরাধিকা-কর-পদস্থিত চিহ্ন' ভিন্ন।। (১৮) 'গোপালচম্পূ'—পূর্ব্ব-উত্তর-বিভাগেতে।(১৯-২৫) সপ্ত-সন্দর্ভ বিখ্যাত ভাগবত-রীতি। (ক্রম-তত্ত্ব-ভগবৎ-পরমাত্ম-কৃষ্ণ-ভক্তি-প্রীতি।।)"

ইনি শ্রীরূপসনাতনাদির অপ্রকটের পর সোৎকল গৌড়-মাথুর-মণ্ডলের গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্য-পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সকলকে শ্রীগৌরসুন্দর-প্রচারিত সত্য কীর্ত্তন করিয়া হরিভজন করাইতেন। মধ্যে মধ্যে ইনি ভক্তগণসহ ব্রজধাম পরিক্রমা করিতেন এবং মথুরায় বিঠ্ঠল-দেব দর্শন করিতে যাইতেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ইঁহার প্রকটকালেই চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করেন। ইনি কিছুকাল পরে গৌড়দেশ হইতে আগত শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও দুঃখী কৃষ্ণদাসকে যথাক্রমে 'আচার্য্য', 'ঠাকুর' ও 'শ্যামানন্দ' নাম প্রদান করিয়া রচিত যাবতীয় গোস্বামি-শাস্ত্রাদিসহ গৌড়দেশে নামপ্রেম-প্রচারার্থ প্রেরণ করেন। প্রথমে গ্রন্থাপহরণ-সংবাদ ও পরে তদুদ্ধার-সংবাদ শ্রবণ করেন। ইনি শ্রীনিবাস-শিষ্য রামচন্দ্র সেনকে ও তদনুজ গোবিন্দকে 'কবিরাজ' নাম প্রদান করেন। ইনি প্রকট থাকিতে শ্রীল জাহ্নবী দেবী কতিপয় ভক্তবৃন্দসহ বৃন্দাবনে আগমন করিয়াছিলেন। গৌড়দেশ হইতে ভক্তগণ আসিলে ইনি তাঁহাদের প্রসাদ-সেবা ও বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন। ইঁহার শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাস অধিকারী স্বকৃত গ্রন্থে শ্রীরূপ-সনাতন-জীব প্রভুগণের গ্রন্থের তালিকা প্রদান করিয়াছেন।

অনভিজ্ঞ প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায়ে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর বিরুদ্ধে তিনটী অপবাদ প্রচলিত আছে, তদ্দ্বারা কৃষ্ণবৈমুখ্যহেতু হরিগুরুবৈষ্ণব-বিরোধ-মূলে অবশ্যই তাহাদের অপরাধ বর্দ্ধিত হয় মাত্র।

অনুভাষ্য

(১) জড়প্রতিষ্ঠাভিক্ষু এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নিষ্কিঞ্চন শ্রীরূপ-সনাতনের নিকট হইতে জয়পত্র লিখাইয়া গুরুবর্গের (শ্রীরূপ-সনাতনের) মূর্খতা জ্ঞাপন করিয়া শ্রীজীবকেও জয়পত্র লিখিয়া দিতে বলেন। শ্রীজীবপ্রভু তাহা শুনিয়া দিগ্বিজয়ীকে পরাজিত করিয়া গুরুর অপবাদকারীর জিহ্বা স্তম্ভিত করিয়া গুরুদেবের পদ-নখশোভার মর্য্যাদা প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রকৃত "গুরু-দেবতাত্মা" শিষ্যের আদর্শ প্রদর্শন করেন। ঐ সকল সহজিয়া বলেন,—শ্রীজীবের এতাদৃশ আচরণে তাঁহার তৃণাদপি সুনীচতা ও মানদ-ধর্ম্মের বিরোধহেতু শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে তীব্র ভর্ৎসনাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করেন, পরে শ্রীসনাতন-গোস্বামিপ্রভুর ইঙ্গিতে পুনরায় শ্রীজীবপ্রভুকে গ্রহণ করেন।

ঐ গুরুবৈষ্ণব-বিরোধিগণ কৃষ্ণকৃপায় যেদিন আপনাদিগকে গুরুবৈষ্ণবের নিত্যদাস বলিয়া জানিবেন, সেইদিন শ্রীজীবপ্রভুর কৃপা লাভ করিয়া প্রকৃত 'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'মানদ' হইয়া হরিনাম-কীর্ত্তনে অধিকারী হইবেন।

(২) কোন কোন অনভিজ্ঞ বলেন,—কবিরাজগোস্বামী প্রভুর 'চরিতামৃত' রচনা-সৌষ্ঠব ও অপ্রাকৃত ব্রজরস-মাহাত্ম্য দর্শনে স্বীয় প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হইবে আশঙ্কায় শ্রীজীবের হিংসার উদয় হওয়ায় তিনি মূল 'চরিতামৃত'খানা কূপমধ্যে নিক্ষেপ করেন। কবিরাজগোস্বামী তাহা শ্রবণ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। তাঁহার শিষ্য মুকুন্দ-নামক এক ব্যক্তি পূর্ব্বে মূল পাণ্ডুলিপি নকল করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া পুনরায় চরিতামৃত প্রকাশিত হইলেন, নতুবা চরিতামৃত-গ্রন্থ জগৎ হইতে লুপ্ত হইত।

এরূপ হেয় বৈষ্ণব-বিদ্বেষমূলক কল্পনা—নিতান্ত মিথ্যা ও অসম্ভব।

(৩) অপর কোন কোন ইন্দ্রিয়তর্পণ-তৎপর ব্যভিচারী বলেন, —শ্রীজীবপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামীর মতানুযায়ী ব্রজগোপীগণের 'পারকীয়' রস স্বীকার না করিয়া 'স্বকীয়'-রসের অনুমোদন করায় তিনি রসিক ভক্ত ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার আদর্শ গ্রাহ্য নহে।

প্রকটকালে স্বীয় অনুগতগণের মধ্যে কোন কোন ভক্তকে 'স্বকীয় রসে' রুচিবিশিষ্ট দেখিয়া তাঁহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত তাঁহাদের অধিকার বুঝিয়া এবং পাছে অনধিকারী ব্যক্তিগণ অপ্রাকৃত পরম-চমৎকারময় পারকীয়-ব্রজরসের সৌন্দর্য্য ও মহিমা বুঝিতে না পারিয়া স্বয়ং তাদৃশ অনুষ্ঠান করিতে গিয়া ব্যভিচার আনয়ন করে, তজ্জন্য বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীবপ্রভু স্বকীয়-বাদ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহাকে অপ্রাকৃত পারকীয় ব্রজরসের বিরোধী বলিয়া বুঝিতে হইবে না, কেননা, তিনি স্বয়ং শ্রীরূপানুগবর,—সাক্ষাৎ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর শিক্ষাগুরু-বর্গের অন্যতম।

সমগ্র ভারতের উদ্ধার ঃ—

আ-সিন্ধুনদী-তীর আর হিমালয় ।
বৃন্দাবন-মথুরাদি যত তীর্থ হয় ॥ ৮৭ ॥

সকলের প্রেমোন্মত্ততা ঃ—

দুই শাখার প্রেমফলে সকল ভাসিল ।
প্রেমফলাস্বাদে লোক উন্মত্ত হইল ॥ ৮৮ ॥

(১) ভক্ত্যাচার-প্রবর্ত্তন ঃ—

পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার ।
তাহাঁ প্রচারিল দুঁহে ভক্তি-সদাচার ॥ ৮৯ ॥

(২) লুপ্ততীর্থোদ্ধার ও (৩) শ্রীমূর্ত্তি-পূজা-প্রচার ঃ—

শাস্ত্রদৃষ্টে কৈল লুপ্ততীর্থের উদ্ধার ।
বৃন্দাবনে কৈল শ্রীমূর্ত্তি-পূজার প্রচার ॥ ৯০ ॥

(৪৫) শ্রীরঘুনাথদাস ঃ—

মহাপ্রভুর প্রিয় ভৃত্য—রঘুনাথদাস ।
সর্ব্ব ত্যজি' কৈল প্রভুর পদতলে বাস ॥ ৯১ ॥

শ্রীস্বরূপের আনুগত্যে শ্রীরঘুনাথের গৌরসেবা ঃ—

প্রভু সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের হাতে ।
প্রভুর গুপ্তসেবা কৈল স্বরূপের সাথে ॥ ৯২ ॥

শ্রীগৌর ও স্বরূপের অপ্রকটে বৃন্দাবনাগমন ঃ—

ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ-সেবন ।
স্বরূপের অন্তর্দ্ধানে আইলা বৃন্দাবন ॥ ৯৩ ॥
বৃন্দাবনে দুই ভাইর চরণ দেখিয়া ।
গোবর্দ্ধনে ত্যজিব দেহ ভৃগুপাত করিয়া ॥ ৯৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৯। পশ্চিমপ্রদেশের লোক সব যবন-সংসর্গে একটু কর্ত্তব্য-বিমূঢ় এবং বঙ্গদেশীয় সদাচারের তুলনায় অনেকটা আচার-রহিত। তাঁহারা ঐ সময় মুসলমানদিগের সংসর্গে একটু অধিক অনাচারী হইয়াছিলেন। শ্রীরূপ-সনাতনের কৃপায় তাঁহাদের সদাচারে প্রবৃত্তি হইল।

৯০। লুপ্ততীর্থ—শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডাদি লুপ্ততীর্থ।

শ্রীমূর্ত্তি—শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ প্রভৃতি ৭ মূর্ত্তি-পূজার প্রচার করেন।

৯২-৯৩। 'গুপ্তসেবা'—যে-সকল সেবাকার্য্যে বাহিরের লোকের অধিকার থাকে না। প্রভুর স্নান, ভোজন, বিশ্রাম, কীর্ত্তনাদি-কালে যে-সকল অভীষ্ট প্রিয়সেবার প্রয়োজন, তাহাই পুনরায় 'অন্তরঙ্গ-সেবা' নামে কথিত হইয়াছে।

৯৪। ভৃগুপাত করিয়া—পর্ব্বতের উচ্চসানু হইতে পড়িয়া।

অনুভাষ্য

৯১। রঘুনাথদাস—আনুমানিক ১৪১৬ শকাব্দায় হুগলী জেলার অন্তঃপাতী 'শ্রীকৃষ্ণপুর' গ্রামে শৌক্রকায়স্থকুলে হিরণ্য মজুমদারের অনুজ গোবর্দ্ধনের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

সপ্তগ্রাম হইতে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর প্রকটভূমি 'শ্রীকৃষ্ণপুর'—এক মাইলের কিছু বেশী এবং ত্রিশবিঘা-ষ্টেশন হইতে প্রায় ১৷৷০ মাইল হইবে। এইস্থানে শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের পিতা শ্রীগোবর্দ্ধন দাসের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রসিদ্ধ শ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত। শ্রীমন্দিরের সম্মুখে একটী বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ; কোনও নাট্যমন্দির নাই, কেবল একটী জগমোহন আছে। কলিকাতা সিমলা-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিচরণ ঘোষ এক বৎসর পূর্ব্বে মন্দিরটী সংস্কার বিধান করিয়া দিয়াছেন। মন্দির-প্রাঙ্গণটী প্রাকারপরিবেষ্টিত। যে গৃহে শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত, তাহারই সংলগ্ন একটী ক্ষুদ্র গৃহে শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর 'ভজনাসন' বলিয়া একটী নাতি-উচ্চ প্রস্তর আসন (১৷৷০ হাত দীর্ঘ, ১০ হাত প্রস্থ ও ৫০ হাত উচ্চ) নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। প্রবাদ, এই আসনে উপবেশন করিয়া শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভু ভজন করিতেন। মন্দিরের পাশে স্বল্পতোয়া স্রোতোহীনা সরস্বতী-নদী কৃশা ও মলিনার ন্যায় বিরাজিতা।

পিতৃগণ বৈষ্ণবপ্রায় থাকিয়া বিশিষ্ট ধনী ছিলেন। ইঁহার দীক্ষাগুরু—যদুনন্দন আচার্য্য। সংসারে প্রবেশ করিয়া অনতি-বিলম্বেই ইনি শ্রীমহাপ্রভুর আশ্রয়প্রার্থী হন। কিছুদিন পরেই ১৪৩৯ শকাব্দায় সুযোগ বুঝিয়া গৃহ হইতে পুরুষোত্তম গমন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের সুশীতল পদ লাভ করিয়া দামোদর-স্বরূপের অনুগত রহিলেন। সেখানে ষোল বৎসর থাকিয়া প্রভুর অপ্রকটে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীরূপ-সনাতনের নিকট বাস করেন। ভক্তিরত্নাকরে প্রথম তরঙ্গে—"রঘুনাথদাস গোস্বামীর গ্রন্থত্রয়। 'স্তবমালা' নাম 'স্তবাবলী' যারে কয়।। 'শ্রীদান-চরিত', 'মুক্তাচরিত' মধুর।"

ইনি সুদীর্ঘ জীবন লাভ করেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য বৃন্দাবন হইতে গ্রন্থাদি লইয়া ফিরিবার পূর্ব্বে শ্রীদাস গোস্বামীর কৃপা লাভ করেন; যথা ঐ ষষ্ঠ তরঙ্গে—"অতিক্ষীণ শরীর, দুর্ব্বল ক্ষণে ক্ষণে। করয়ে ভক্ষণ কিছু দুই চারিদিনে।। দিবানিশি না জানয়ে শ্রীনাম-গ্রহণে। নেত্রে নিদ্রা নাই, অশ্রুধারা দু'নয়নে।। শ্রীনিবাস দাস-গোস্বামীর সন্দর্শনে। আপনা মানয়ে ধন্য পড়িয়া চরণে।। শ্রীদাস গোস্বামী শ্রীনিবাসে আলিঙ্গিলা। শ্রীনিবাস শ্রীগৌড়গমন নিবেদিলা।। শুনি' শ্রীগোস্বামী মুখে অনুমতি দিল।" এই ঘটনা ১৫১২ শকাব্দের পর। গৌরগণোদ্দেশে ১৮৬ শ্লোক—"দাস-

শ্রীরূপ-সনাতনসহ মিলন ঃ—

এই ত' নিশ্চয় করি' আইল বৃন্দাবনে ।
আসি' রূপ-সনাতনের বন্দিল চরণে ॥ ৯৫ ॥

শ্রীরূপ-সনাতনের তৃতীয় ভাই ঃ—

তবে দুই ভাই তাঁরে মরিতে না দিল ।
নিজ তৃতীয় ভাই করি' নিকটে রাখিল ॥ ৯৬ ॥

মহাপ্রভুর লীলা যত বাহির-অন্তর ।
দুই ভাই তাঁর মুখে শুনে নিরন্তর ॥ ৯৭ ॥

তাঁহার দৈনিক কৃত্য ঃ—

অন্ন-জল ত্যাগ কৈল অন্য-কথন ।
পল দুই-তিন মাঠা করেন ভক্ষণ ॥ ৯৮ ॥

সহস্র দণ্ডবৎ করে, লয় লক্ষ নাম ।
দুই সহস্র বৈষ্ণবেরে নিত্য পরণাম ॥ ৯৯ ॥

রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবন ।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র-কথন ॥ ১০০ ॥

তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান ।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবেরে আলিঙ্গন দান ॥ ১০১ ॥

সার্দ্ধ সপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাধনে ।
চারি দণ্ড নিদ্রা, সেহ নহে কোনদিনে ॥ ১০২ ॥

গ্রন্থকারের রূপ-রঘুনাথের নিত্যদাসাভিমান ঃ—

তাঁহার সাধন-রীতি শুনিতে চমৎকার ।
সেই রূপ-রঘুনাথ প্রভু যে আমার ॥ ১০৩ ॥

ইঁহা সবার যৈছে হৈল প্রভুর মিলন ।
আগে বিস্তারিয়া তাহা করিব বর্ণন ॥ ১০৪ ॥

(৪৬) শ্রীগোপালভট্ট-শাখা ঃ—

শ্রীগোপালভট্ট—এক শাখা সর্ব্বোত্তম ।
রূপ-সনাতন-সঙ্গে যাঁর প্রেম-আলাপন ॥ ১০৫ ॥

অনুভাষ্য

শ্রীরঘুনাথস্য পূর্ব্বাখ্যা রসমঞ্জরী। অমুং কেচিৎ প্রভাষন্তে শ্রীমতীং রতিমঞ্জরীম্। ভানুমত্যাখ্যয়া কেচিদাহুস্তং নামভেদতঃ।।"*

৯৮। মাঠা—ঘোল।

১০৩। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীল দাসগোস্বামী ও শ্রীরূপ গোস্বামীকে 'আমার প্রভু' বলিয়া জানিতেন এবং প্রতি পরিচ্ছেদের শেষভাগে 'শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।।' লিখিয়াছেন। কেহ 'রঘুনাথ'-শব্দে শ্রীরঘুনাথ ভট্টকে বুঝাইতে চাহেন এবং রঘুনাথভট্টকে কবিরাজগোস্বামীর পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষাগুরু বলিতে চাহেন ; তাহার প্রমাণাভাব। কবিরাজ-শাখা-গুরুপরম্পরায় রঘুনাথ ভট্টকে দীক্ষাগুরু বলিয়া যে উল্লেখ দেখা যায়, তাহা বিশিষ্ট সত্যের পরিচয় নহে।

১০৪। শ্রীরূপসহ প্রভুর মিলন—মধ্য, ১৯শ পঃ ৪৫ সংখ্যা, শ্রীসনাতনসহ প্রভুর মিলন—মধ্য, ২০শ পঃ ৫১ সংখ্যা এবং শ্রীরঘুনাথসহ প্রভুর মিলন—অন্ত্য, ৬ষ্ঠ পঃ, ১৯১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০৫। শ্রীগোপালভট্ট—ইনি রঙ্গক্ষেত্র-প্রবাসী ব্যেঙ্কট ভট্টের পুত্র এবং (পূর্ব্বে রামানুজীয়, পরে গৌড়ীয়) প্রবোধানন্দের শিষ্য। ১৪৩৩ শকাব্দায় মহাপ্রভুর শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে শ্রীসম্প্রদায়ী বেঙ্কট-ভট্টের গৃহে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত উপলক্ষে অবস্থানকালে ইনি প্রভুকে প্রাণ ভরিয়া সেবা করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতৃব্য ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, যথা—হঃ ভঃ বিঃ ১ম বিঃ, ২য় শ্লোক—"ভক্তের্বিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধানন্দস্য

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০০। রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবন—হরিনামের (কীর্ত্তনের) সহিত অষ্টকালীন সেবায় মনন।

১০৪। আগে—রঘুনাথসহ প্রভুর মিলন অন্ত্য ৬ষ্ঠ পঃ দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য। গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং সন্তোষয়ন্ রূপ-সনাতনৌ চ।।" ভক্তিরত্নাকরে ১ম তরঙ্গে—'গোপালের মাতা পিতা মহাভাগ্যবান্। শ্রীচৈতন্যপদে যে সঁপিল মনঃপ্রাণ।। বৃন্দাবনে যাইতে পুত্রেরে আজ্ঞা দিয়া। দোঁহে সঙ্গোপন হৈলা প্রভু সোঙরিয়া।। কতদিনে গোপাল গেলেন বৃন্দাবন। রূপ-সনাতন সঙ্গে হইল মিলন।।"** (নীলাচলে প্রভুকে) "লিখিলেন পত্রীতে শ্রীরূপ-সনাতন। গোপালভট্টের বৃন্দাবনে আগমন।।" (প্রভু) "লিখয়ে পত্রীতে প্রিয় রূপ-সনাতনে। পাইল আনন্দ গোপালের আগমনে।। নিজভ্রাতাসম গোপাল ভট্টেরে জানিবে।" ** "গোপালের নামে শ্রীগোস্বামী সনাতন। করিল শ্রীহরিভক্তি-বিলাস-বর্ণন।। শ্রীরূপগোস্বামী প্রাণসম জানে। শ্রীরাধারমণ-সেবা করাইল তানে।।"** (কবিরাজ গোস্বামীকে) "শ্রীগোপাল ভট্ট হৃষ্ট হইয়া আজ্ঞা দিল। গ্রন্থে নিজ প্রসঙ্গ বর্ণিতে নিষেধিল।। কবিরাজ তাঁর আজ্ঞা নারে লঙ্ঘিবার। নামমাত্র লিখে, অন্য না করে প্রচার।। নিরন্তর অতি দীন মানে আপনারে।"—"প্রাচীন মুখে এইসব শুনিল" (গ্রন্থকার ঘনশ্যামদাসের উক্তি)। ষট্‌সন্দর্ভের মধ্যে তত্ত্বসন্দর্ভের আদিতে (শ্রীরূপ-সনাতনের প্রণামান্তে)—

** শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর পূর্ব্বনাম শ্রীরসমঞ্জরী। তাঁহাকে কেহ কেহ শ্রীরতিমঞ্জরী বলিয়া থাকেন। নামভেদে কেহ তাঁহাকে ভানুমতীও বলেন।*

(৪৭) শঙ্করারণ্য-শাখা, (৪৭ক) মুকুন্দ, (৪৭খ) কাশীনাথ, (৪৭গ) রুদ্র ঃ—

শঙ্করারণ্য—আচার্য্য-বৃক্ষের এক শাখা ।
মুকুন্দ, কাশীনাথ, রুদ্র,—উপশাখা লেখা ॥ ১০৬ ॥

অনুভাষ্য

"কোঽপি তদ্বান্ধবো ভট্টো দক্ষিণ-দ্বিজ-বংশজঃ। বিবিচ্য ব্যলিখদ্-গ্রন্থং লিখিতাদ্বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ।। তস্যাদ্যং গ্রন্থনালেখং ক্রান্ত-ব্যুৎক্রান্ত-খণ্ডিতম্। পর্য্যালোচ্যাথ পর্য্যায়ং কৃত্বা লিখতি জীবকঃ।।" অর্থাৎ শ্রীমধ্ব-শ্রীরামানুজ-শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যগণের লিখিত গ্রন্থাদি হইতে বিচারাদি সঙ্কলন করিয়া শ্রীরূপ-সনাতন প্রভুদ্বয়ের প্রিয় সুহৃৎ দাক্ষিণাত্যবাসী দ্বিজকুলোদ্ভূত শ্রীগোপাল-ভট্ট একখানি গ্রন্থ লেখেন ; তাহাতে কোথায়ও ক্রমভাবে, কোথায়ও ব্যুৎক্রম অর্থাৎ ক্রমভঙ্গভাবে, কোথায়ও বা খণ্ড-খণ্ডভাবে যাহা লিখিত ছিল, তাহা ক্ষুদ্র জীব আমি, পর্য্যালোচনা করিয়া ক্রমানুসারে যথাযথ লিখিতেছি। 'ভগবৎ' প্রভৃতি অন্যান্য সন্দর্ভের প্রারম্ভেও এইরূপ কথা আছে। ইনি—'সৎক্রিয়াসার-দীপিকা'-রচক, 'হরিভক্তিবিলাস'-সম্পাদক ও ষট্সন্দর্ভের পূর্ব্ব লেখক। "করিলেন কৃষ্ণকর্ণামৃতের টিপ্পনী। বৈষ্ণবের পরম আনন্দ যাহা শুনি'।।" ইনি শ্রীরাধারমণ-বিগ্রহের স্থাপনকর্ত্তা। গৌরগণোদ্দেশে ১৮৪ শ্লোক—"অনঙ্গমঞ্জরী যাসীৎ সাদ্য গোপালভট্টকঃ। ভট্টগোস্বামিনং কেচিৎ আহুঃ শ্রীগুণ-মঞ্জরী।।" শ্রীনিবাসাচার্য্য ও গোপীনাথ পূজারী—ইঁহার শিষ্য।

১০৬। শঙ্করারণ্য—গৌরগণোদ্দেশে ৬০ শ্লোক—"অস্যাগ্রজস্ত্বকৃতদারপরিগ্রহঃ সন্ সঙ্কর্ষণঃ স ভগবান্ ভুবি বিশ্বরূপঃ। স্বীয়ং মহঃ কিল পুরীশ্বরমাপয়িত্বা পূর্ব্বং পরিব্রজিত এব তিরোবভূব।।"* ইনি ১৪৩২ শকাব্দায় শোলাপুর জেলান্তর্গত পাণ্ডেরপুর-তীর্থে অপ্রকট হন—চৈঃ চঃ মধ্য, ৯ম পঃ ২৯৯-৩০০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

মুকুন্দ (মুকুন্দসঞ্জয়)—ইঁহার গৃহে বিশ্বম্ভর পাঠশালা করিয়াছিলেন ও ইঁহার পুত্র পুরুষোত্তম প্রভুর ছাত্র ছিলেন।

কাশীনাথ—বিশ্বম্ভরের বিবাহে সংযোগকর্ত্তা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। তিনি রাজপণ্ডিত সনাতনকে তৎকন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত প্রভুর বিবাহ দিবার পরামর্শ দেন। গৌরগণোদ্দেশে ৫০ শ্লোক—"যশ্চ সত্রাজিতা বিপ্রঃ প্রহিতো মাধবং প্রতি। সত্যোদ্বাহায় কুলকঃ শ্রীকাশীনাথ এব সঃ।।"◆

(৪৮) শ্রীনাথ পণ্ডিত ঃ—

শ্রীনাথ পণ্ডিত—প্রভুর কৃপার ভাজন ।
যাঁর কৃষ্ণসেবা দেখি' বশ ত্রিভুবন ॥ ১০৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৭। শ্রীনাথ পণ্ডিত—কাঁচড়াপাড়া-নিবাসী।

অনুভাষ্য

রুদ্র—গৌরগণোদ্দেশে ১৩৫ শ্লোক—"বরূথপঃ সখা নাম্না কৃষ্ণচন্দ্রস্য যো ব্রজে। আসীৎ স এব গৌরাঙ্গবল্লভঃ রুদ্র-পণ্ডিতঃ।।"✱

বল্লভপুর—কমলাকর পিপ্পলাইর শ্রীপাট মাহেশের একমাইল উত্তরে। এই স্থানে একটী বৃহৎ মন্দিরে কাশীশ্বর গোস্বামীর ভাগিনেয় শ্রীরুদ্ররাম পণ্ডিতের স্থাপিত শ্রীরাধাবল্লভ জীউ বিরাজিত। রুদ্ররাম পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যদুনন্দন বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের বংশধর 'চক্রবর্ত্তিগণ' শ্রীরাধাবল্লভ জীউর বর্ত্তমান সেবায়েত। পূর্ব্বে রথযাত্রার কালে মাহেশ হইতে শ্রীজগন্নাথদেব বল্লভপুরে শ্রীরাধাবল্লভ জীউর মন্দিরে আসিতেন, কিন্তু ১২৬২ সাল হইতে উক্ত বিগ্রহের সেবায়েতগণের মনোমালিন্যফলে ঐ প্রথা উঠিয়া গিয়াছে।

১০৭। শ্রীনাথ পণ্ডিত—গৌঃ গঃ ২১১—"ব্যাচকার পারিপাট্যাৎ যো ভাগবত-সংহিতাম্। কুমারহট্টে যৎকীর্ত্তিঃ কৃষ্ণদেবো বিরাজতে।।"☆

কুমারহট্ট হইতে প্রায় ১৷৷০ মাইল দূরে কাঁচড়াপাড়ায় সেন শিবানন্দের স্থান। সেই স্থানে শিবানন্দের প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীগৌর-গোপাল' বিগ্রহ, শ্রীনাথবিপ্র-প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীকৃষ্ণরায়' নামক শ্রীরাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি একটী সুবৃহৎ মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। মন্দিরের সম্মুখে বৃহৎ প্রাঙ্গণ, ভোগরন্ধনের গৃহ, অতিথিশালা প্রভৃতি বর্ত্তমান। প্রাঙ্গণটী উচ্চ প্রাকার-পরিবেষ্টিত। মাহেশের মন্দির হইতেও এই শ্রীমন্দির বৃহৎ। ১৭০৮ শকাব্দে বর্ত্তমান মন্দিরটী প্রস্তুত হয়। মন্দিরের সম্মুখে একটী অনুষ্টুপ্ শ্লোকে মন্দির-প্রতিষ্ঠাতার নাম, তাঁহার পিতা, পিতামহের নাম ও তারিখ খোদিত রহিয়াছে। কলিকাতা-পাথুরিয়াঘাটা-নিবাসী পরলোকগত নিমাই মল্লিক নামক জনৈক ধনকুবের এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্য—শ্রীনাথ পণ্ডিত, শ্রীনাথ পণ্ডিতের অনুগৃহীত—শিবানন্দের তৃতীয় পুত্র—গৌরগণোদ্দেশ-লেখক

✱ শ্রীগৌরাগ্রজ যিনি বিশ্বরূপ-নামে খ্যাত, তিনি ভগবান্ সঙ্কর্ষণ। তিনি দার পরিগ্রহ না করিয়া পূর্ব্বেই সন্ন্যাসগ্রহণ করত স্বীয় তেজ শ্রীঈশ্বরপুরীতে স্থাপনপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইয়াছেন।

◆ রাজা সত্রাজিৎ সত্যভামার বিবাহ-জন্য যে কুলক-নামক ব্রাহ্মণকে মাধবের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, তিনিই অধুনা কাশীনাথ।

✱ ব্রজে বরূথপ-নামক শ্রীকৃষ্ণসখাই অধুনা গৌরপ্রিয় শ্রীরুদ্রপণ্ডিত।

☆ তিনি পরিপাটীর সহিত ভাগবত-সংহিতা ব্যাখ্যা করিতেন। কুমারহট্টে তাঁহার কীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণদেব-বিগ্রহরূপে বিরাজমান।

(৪৯) শ্রীজগন্নাথ আচার্য্য ঃ—

জগন্নাথ আচার্য্য প্রভুর প্রিয় দাস ।
প্রভুর আজ্ঞাতে তেঁহো কৈল গঙ্গাবাস ॥ ১০৮ ॥

(৫০) কৃষ্ণদাস, (৫১) শেখর পণ্ডিত, (৫২) কবিচন্দ্র ও (৫৩) ষষ্ঠীবর ঃ—

কৃষ্ণদাস বৈদ্য, আর পণ্ডিত শেখর ।
কবিচন্দ্র, আর কীর্ত্তনীয়া ষষ্ঠীবর ॥ ১০৯ ॥

(৫৪) শ্রীনাথ মিশ্র, (৫৫) শুভানন্দ, (৫৬) শ্রীরাম, (৫৭) ঈশান, (৫৮) শ্রীনিধি, (৫৯) গোপীকান্ত, (৬০) ভগবান্ মিশ্র ঃ—

শ্রীনাথ মিশ্র, শুভানন্দ, শ্রীরাম, ঈশান ।
শ্রীনিধি, শ্রীগোপীকান্ত, মিশ্র ভগবান্ ॥ ১১০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৮। গঙ্গাবাস—শ্রীনবদ্বীপান্তবর্ত্তী 'অলকানন্দা'র তটে 'গঙ্গাবাস' নামক গ্রামের পত্তন করেন।

অনুভাষ্য

পরমানন্দ কবিকর্ণপূর। সম্ভবতঃ কবিকর্ণপূরের সময় শ্রীকৃষ্ণরায়-বিগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কিংবদন্তী এইরূপ যে, মুর্শিদাবাদ হইতে বীরচন্দ্র প্রভুকর্ত্তৃক আনীত একটী সুবৃহৎ সুরম্য প্রস্তর হইতে বল্লভপুরের শ্রীরাধাবল্লভ-বিগ্রহ, খড়দহের শ্রীশ্যামসুন্দর বিগ্রহ ও কাঁচড়াপাড়ার শ্রীকৃষ্ণরায় বিগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

সেন শিবানন্দের প্রাচীন স্থান—গঙ্গাতীরে, তথায় ভগ্নপ্রায় ক্ষুদ্র মন্দির ছিল। শুনা যায়, নিমাই মল্লিক কাশী যাইতেছিলেন, তিনি এই স্থানে নামিয়া শ্রীকৃষ্ণরায়ের মন্দিরের ভগ্নাবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া বর্ত্তমান সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

১০৮। জগন্নাথাচার্য্য—গৌঃ গঃ ১১১—"আচার্য্যঃ শ্রীজগন্নাথো গঙ্গাবাসঃ প্রভুপ্রিয়ঃ। আসীন্নিধুবনে প্রাগ্ যো দুর্ব্বাসা গোপিকাপ্রিয়ঃ।।"

১০৯-১১০। কবিচন্দ্র ও শ্রীনাথ মিশ্র—গৌঃ গঃ ১৭১—"শ্রীনাথমিশ্রশ্চিত্রাঙ্গী কবিচন্দ্রো মনোহরা।"

শুভানন্দ—ইনি ব্রজের মালতী ; রথাগ্রে নর্ত্তনকালে সাত-সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীবাস ও নিত্যানন্দের দলের অন্যতম গায়ক ছিলেন এবং ভাবাবিষ্ট প্রভুর মুখনিঃসৃত ফেন পান করিয়াছিলেন (মধ্য ১৩ পঃ ১১০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। গৌঃ গঃ ১৯৭ ও ১৯৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ঈশান—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ৮ম অঃ—"সেবিলেন সর্ব্বকাল আইরে ঈশান। চতুর্দ্দশলোকমধ্যে মহা-ভাগ্যবান্।।" বৈষ্ণব-বন্দনায়—"বন্দিব ঈশানদাস করযোড় করি'। শচীঠাকুরাণী যাঁরে স্নেহ কৈল বড়ি।।" ভক্তিরত্নাকর ১২শ তরঙ্গে—"নিমাই চাঁদের অতি প্রিয় সে ঈশান।।"

(৬১) সুবুদ্ধি মিশ্র, (৬২) হৃদয়ানন্দ, (৬৩) কমলনয়ন, (৬৪) মহেশ পণ্ডিত, (৬৫) শ্রীকর, (৬৬) মধুসূদন ঃ—

সুবুদ্ধি মিশ্র, হৃদয়ানন্দ, কমলনয়ন ।
মহেশ পণ্ডিত, শ্রীকর, শ্রীমধুসূদন ॥ ১১১ ॥

(৬৭) পুরুষোত্তম, (৬৮) শ্রীগালীম, (৬৯) জগন্নাথদাস, (৭০) শ্রীচন্দ্রশেখর, (৭১) দ্বিজ হরিদাস ঃ—

পুরুষোত্তম, শ্রীগালীম, জগন্নাথদাস ।
শ্রীচন্দ্রশেখর বৈদ্য, দ্বিজ হরিদাস ॥ ১১২ ॥

(৭২) রামদাস, (৭৩) কবিদত্ত, (৭৪) গোপালদাস, (৭৫) রঘুনাথ, (৭৬) শার্ঙ্গঠাকুর ঃ—

রামদাস, কবিদত্ত, শ্রীগোপালদাস ।
ভাগবতাচার্য্য, ঠাকুর সারঙ্গদাস ॥ ১১৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৩। ভাগবতাচার্য্য—বরাহনগর-নিবাসী। এখনও তাঁহার আশ্রমকে 'ভাগবতাচার্য্যের পাট' বলে।

ঠাকুর সারঙ্গ দাস—মামগাছি-নিবাসী।

অনুভাষ্য

১১১। সুবুদ্ধি মিশ্র—গৌঃ গঃ ১৯৪ ও ২০১—ব্রজের গুণচূড়া। ইঁহার শ্রীপাট—শ্রীখণ্ড হইতে ৩ মাইল পশ্চিমে 'বেলগাঁ'। এস্থানে শ্রীনিতাইগৌর-বিগ্রহ আছেন। ইঁহার বর্ত্তমান বংশধর—শ্রীগোবিন্দচন্দ্র গোস্বামী।

কমলনয়ন—গৌঃ গঃ ২০৫ ও ১৯৬—ব্রজের গন্ধোন্মাদা।

মহেশ পণ্ডিত—আদি ১১ পঃ ৩২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১২। চন্দ্রশেখর বৈদ্য—কাশীতে থাকাকালে মহাপ্রভু ইঁহার গৃহে বাস করেন। ইঁহার লিখনবৃত্তি ছিল। আদি ৭ম পঃ ৪৫ ও অনুভাষ্য ; ১০ম পঃ ১৫২, ১৫৪ ; মধ্য, ১৭শ পঃ ৯২, ১৯শ পঃ ২৪১-২৪৩ ; মধ্য ২০শ পঃ ৪৬-৫৩, ৬৭-৭১ ; ২৫শ পঃ ৬২, ১৭২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

দ্বিজ হরিদাস—অষ্টোত্তরশতনামের রচয়িতা কি না, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন হয়। কাঞ্চনগড়িয়ানিবাসী ইঁহার পুত্রদ্বয় শ্রীদাম ও গোকুলা-নন্দ—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য। কাঞ্চনগড়িয়া মুর্শিদাবাদ জেলায় আজিমগঞ্জ হইতে ৫ম ষ্টেশন 'বাজারসাউ' ষ্টেশন হইতে ৫ মাইলের মধ্যে অবস্থিত।

১১৩। শ্রীগোপাল দাস—গৌঃ গঃ ১৫৮—"পুরা শ্রীতারকা-পাল্যৌ যে স্থিতে ব্রজমণ্ডলে। তে সাম্প্রতং জগন্নাথ-শ্রীগোপালৌ প্রভোঃ প্রিয়ৌ।।"

ভাগবতাচার্য্য—গৌঃ গঃ ২০৩—"নির্ম্মিতা পুস্তিকা যেন 'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'। শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যো গৌরাঙ্গাত্যন্তবল্লভঃ।।" চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৫ম অঃ—"তবে প্রভু আইলেন বরাহনগরে। মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে।। সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত

(৭৭) জগন্নাথতীর্থ, (৭৮) জানকীনাথ, (৭৯) গোপাল আচার্য্য, (৮০) দ্বিজ বাণীনাথ ঃ—

জগন্নাথ তীর্থ, বিপ্র শ্রীজানকীনাথ ।
গোপাল আচার্য্য আর বিপ্র বাণীনাথ ॥ ১১৪ ॥

(৮১)গোবিন্দ, (৮২) মাধব, (৮৩) বাসুদেব ঃ—

গোবিন্দ, মাধব, বাসুদেব—তিন ভাই ।
যাঁ-সবার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য-নিতাই ॥ ১১৫ ॥

(৮৪) অভিরাম ঠাকুর ঃ—

রামদাস অভিরাম—সখ্য-প্রেমরাশি ।
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ তুলি' যে করিল বাঁশী ॥ ১১৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৪। বাণীনাথ বিপ্র—চম্পাহাটী-নিবাসী।

১১৫। গোবিন্দ—অগ্রদ্বীপে গোপীনাথের স্থাপক।

১১৬। অভিরাম—খানাকুল-কৃষ্ণনগর-বাসী।

অনুভাষ্য

ভাগবতে। প্রভু দেখি' ভাগবত লাগিল পড়িতে।। শুনিয়া তাহার ভক্তিযোগের পঠন। আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ।। প্রভু বলে, ভাগবত এমত পড়িতে। কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে।। এতেকে তোমার নাম 'ভাগবতাচার্য্য'। ইহা বই আর কোন না করিহ কার্য্য।।" ইঁহার নাম 'রঘুনাথ' বলা হয়—ইঁহার পাটবাটী—বরাহনগর-মালিপাড়ায় (কলিকাতা হইতে প্রায় ৩৷৷০ মাইল উত্তরে) গঙ্গাতীরে। এই জীর্ণ পাটবাটীর বর্ত্তমান সেবক—পরলোকগত রাজচন্দ্র গাঙ্গুলির পুত্র ধীরেন্দ্র গাঙ্গুলি।

ঠাকুর সারঙ্গদাস—অপর নাম শার্ঙ্গ ঠাকুর। শার্ঙ্গপাণি ও শার্ঙ্গধর বলিয়াও তাঁহাকে কেহ কেহ বলেন। ইনি নবদ্বীপের অন্তর্গত মোদদ্রুমদ্বীপে বাস করিয়া গঙ্গাতীরে নির্জ্জনে ভজন করিতেন। ভগবানের পুনঃ পুনঃ প্রেরণাক্রমে তিনি শিষ্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া স্থির করিলেন যে, যাঁহার সহিত আগামী-কল্য প্রাতে দেখা হইবে, তাঁহাকেই তিনি শিষ্যত্বে গ্রহণ করিবেন। ঘটনাক্রমে পরদিবস প্রত্যূষে ভাগীরথী-স্নানকালে তাঁহার পাদ-দেশে একটী মৃতদেহ সংলগ্ন হওয়ায় তাঁহাকেই পুনর্জীবন প্রদান করিয়া শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন। ইনিই 'শ্রীঠাকুর মুরারি'-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইঁহার অনুগগণ বংশপরম্পরায় সম্প্রতি 'শর'-নামক গ্রামে বাস করিতেছেন। শ্রীশার্ঙ্গের নামের সহিত মুরারির কথা সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। 'শার্ঙ্গমুরারি' বলিয়া প্রসিদ্ধি এখনও সর্ব্বত্র শুনা যায়।

সম্প্রতি শার্ঙ্গঠাকুরের একটী প্রাচীন সেবা মামগাছি গ্রামে আছে। অল্পদিন হইল, শ্রীঠাকুরের একটী মন্দির প্রাচীন বকুল-বৃক্ষের সম্মুখে নির্ম্মিত হইয়াছে। সেবার বন্দোবস্ত আরও ভাল হওয়া প্রার্থনীয়।

নিতাইসহ অভিরাম, মাধব ও বাসুঘোষের গৌড়ে নামপ্রচার এবং মহাপ্রভুর সহিত গোবিন্দের অবস্থান ঃ—

প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিলা ।
তাঁর সঙ্গে তিনজন প্রভু-আজ্ঞায় আইলা ॥ ১১৭ ॥
শ্রীরামদাস, মাধব, আর বাসুদেব ঘোষ ।
প্রভু-সঙ্গে রহে গোবিন্দ পাইয়া সন্তোষ ॥ ১১৮ ॥

(৭৬), (৪১), (৩৯ক), (৮৫) মাধবাচার্য্য, (৮৬) কমলাকান্ত, (৮৭) যদুনন্দন ঃ—

ভাগবতাচার্য্য, চিরঞ্জীব, শ্রীরঘুনন্দন ।
শ্রীমাধবাচার্য্য, কমলাকান্ত, শ্রীযদুনন্দন ॥ ১১৯ ॥

অনুভাষ্য

গৌঃ গঃ ১৭২ শ্লোক—"ব্রজে নান্দীমুখী যাসীৎ সাদ্য সারঙ্গঠক্কুরঃ। প্রহ্লাদো মন্যতে কৈশ্চিন্মৎপিতা স ন মন্যতে।।"

১১৪। জগন্নাথ তীর্থ—আদি, ৯ পঃ ১৪ (অনুভাষ্য) দ্রষ্টব্য।

বাণীনাথ—গৌঃ গঃ ২০৪ শ্লোক—"বাণীনাথদ্বিজশ্চম্পা-হট্টবাসী প্রভোঃ প্রিয়ঃ।" ইনি ব্রজের কামলেখা। চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটি—বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বস্থলী থানা ও সমুদ্রগড় ডাক-ঘরের অন্তর্গত ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রাম। এই প্রাচীন শ্রীপাটের সেবায় নিতান্ত বিশৃঙ্খলা ও অবহেলা দর্শন করিয়া বঙ্গাব্দ ১৩২৮ সালে শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারিপ্রমুখ প্রাচীন নবদ্বীপ-শ্রীমায়াপুরস্থিত শ্রীচৈতন্য মঠের সেবকগণ এই পাটবাটীর সংস্কার সাধনপূর্ব্বক একটী নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাহাতে শ্রীবাণীনাথ-প্রতিষ্ঠিত প্রমাণাকার নয়ন-মনোভিরাম বিগ্রহদ্বয় শ্রীগৌর-গদাধর যথা-শাস্ত্র অর্চ্চিত হইতেছেন। ই, আই, আর, লাইনে সমুদ্রগড় বা নবদ্বীপ ষ্টেশন হইতে ২ মাইল দূরে চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমন্দির।

১১৫। গোবিন্দ, মাধব ও বাসুদেব ঘোষ—এই তিন ভাই উত্তর-রাঢ়ীয় শৌক্রকায়স্থকুলোদ্ভূত। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৫ম অঃ—"সুকৃতি মাধবঘোষ কীর্ত্তনে তৎপর। হেন কীর্ত্তনীয়া নাহি পৃথিবী-ভিতর।। যাহারে কহেন বৃন্দাবনের গায়ন। নিত্যানন্দস্বরূপের মহাপ্রিয়তম।। মাধব, গোবিন্দ, বাসুদেব—তিন ভাই। গাইতে লাগিলা, নাচে ঈশ্বর নিতাই।।" গৌঃ গঃ ১৮৮ শ্লোক—"কলাবতী', 'রসোল্লাসা', 'গুণতুঙ্গা' ব্রজে স্থিতা। শ্রীবিশাখাকৃতং গীতং গায়ন্তি স্মাদ্য তা মতাঃ।। গোবিন্দ-মাধবানন্দ-বাসুদেবা যথাক্রমম্।" শ্রীক্ষেত্রে রথাকর্ষণকালে মহাপ্রভুর সহিত ৭টী কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের মধ্যে একটীতে এই তিন ভাই মূল গায়ক ছিলেন এবং সাক্ষাৎ বক্রেশ্বর পণ্ডিতকে প্রধান নর্ত্তকরূপে লাভ করিয়াছিলেন (মধ্য, ১৩ পঃ ৪২-৪৩)।

১১৭। মধ্য, ১৫ পঃ ৪২-৪৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৮। রামদাস—আদি ১১ পঃ ১৩-১৬, ও মধ্য, ১৫ পঃ ৪২-৪৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৮৮) জগাই, (৮৯) মাধাই ঃ—

মহা-কৃপাপাত্র প্রভুর জগাই, মাধাই ।
'পতিতপাবন' নামের সাক্ষী দুই ভাই ॥ ১২০ ॥

অসংখ্য গৌড়ীয়ভক্তমধ্যে উল্লিখিত বৈষ্ণবগণ কতিপয়মাত্র ঃ—

গৌড়দেশ-ভক্তের কৈল সংক্ষেপ কথন ।
অনন্ত চৈতন্যভক্ত না যায় গণন ॥ ১২১ ॥

গৌড় ও ওড্র, উভয়ত্র ইঁহাদের গৌরসেবা ঃ—

নীলাচলে এইসব ভক্ত প্রভুসঙ্গে ।
দুই স্থানে প্রভু-সেবা কৈল নানারঙ্গে ॥ ১২২ ॥

শুধু নীলাচলে মিলিত সেবকগণের উল্লেখ ঃ—

কেবল নীলাচলে প্রভুর যে যে ভক্তগণ ।
সংক্ষেপে করিয়ে কিছু সে-সব কথন ॥ ১২৩ ॥
নীলাচলে প্রভুসঙ্গে সব ভক্তগণ ।
সবার অধ্যক্ষ—প্রভুর মর্ম্ম দুইজন ॥ ১২৪ ॥

সর্ব্বপ্রধান—(১) শ্রীপরমানন্দ ও (২) শ্রীস্বরূপ ঃ—

পরমানন্দপুরী, আর স্বরূপ দামোদর ।
গদাধর, জগদানন্দ, শঙ্কর, বক্রেশ্বর ॥ ১২৫ ॥
দামোদর পণ্ডিত, ঠাকুর হরিদাস ।
রঘুনাথ বৈদ্য, আর রঘুনাথদাস ॥ ১২৬ ॥
ইত্যাদিক পূর্ব্বসঙ্গী বড় ভক্তগণ ।
নীলাচলে রহি' প্রভুর করেন সেবন ॥ ১২৭ ॥
আর যত ভক্তগণ গৌড়দেশবাসী ।
প্রত্যব্দে প্রভুরে দেখে নীলাচলে আসি' ॥ ১২৮ ॥
নীলাচলে প্রভুসহ প্রথম মিলন ।
সেই ভক্তগণের এবে করিয়ে গণন ॥ ১২৯ ॥

(৩) সার্ব্বভৌম-শাখা, (৪) গোপীনাথাচার্য্য ঃ—

বড়শাখা এক,—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ।
তাঁর ভগ্নীপতি শ্রীগোপীনাথাচার্য্য ॥ ১৩০ ॥

অনুভাষ্য

১১৯। মাধবাচার্য্য—ব্রজের মাধবী—গৌঃ গঃ ১৬৯, নিত্যানন্দশাখা এবং নিত্যানন্দপ্রভুর কন্যা শ্রীমতী গঙ্গাদেবীর ভর্ত্তা। ইনি নিত্যানন্দ-গণ পুরুষোত্তমের (নাগর) নিকট দীক্ষা-গ্রহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, গঙ্গাদেবীর বিবাহকালে নিত্যানন্দ-প্রভু মাধবকে পাঁজিনগর দান করেন। ইঁহার শ্রীপাট—জীরাট্ (ই, আই, আর, লাইনে ঐ নামে ষ্টেশনের নিকটে), ১১ পঃ ৩৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

কমলাকান্ত—অদ্বৈতগণের কমলাকান্ত বিশ্বাস।

যদুনন্দনাচার্য্য—অদ্বৈতশাখা (অন্ত্য, ৬ পঃ ১৬০-১৬৯)।

১২০। জগাই ও মাধাই—গৌঃ গঃ ১১৫ শ্লোকে—"বৈকুণ্ঠে দ্বারপালৌ যৌ জয়াদ্যবিজয়ান্তকৌ। তাবদ্য জাতৌ স্বেচ্ছাতঃ শ্রীজগন্নাথ-মাধবৌ।।" ইঁহারা উভয়েই নবদ্বীপবাসী এবং শৌক্র ব্রাহ্মণ হইয়াও দস্যুবৃত্তি ও অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার পাপে লিপ্ত ছিলেন। পরে শ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় হরিনাম লাভ করিয়া দুইজনে 'মহাভাগবত' হন। মাধাইর বংশ আছে,—তাঁহারা কুলীন ব্রাহ্মণ। আকাইহাট যাইবার পথে কাটোয়া হইতে ১ মাইল দক্ষিণে 'ঘোষহাট' বা মাধাইতলা-গ্রামে জগাই-মাধাইর সমাজ আছে। শুনা যায়, গোপীচরণ দাস বাবাজী প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে ইঁহার উদ্ধার করিয়া শ্রীনিতাইগৌর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

১২৬। রঘুনাথ বৈদ্য—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৫ম অঃ (পানি-হাটীতে)—"রঘুনাথ বৈদ্য আইলেন ততক্ষণে। পরমবৈষ্ণব, অন্ত নাহি যাঁর গুণে।।" নিত্যানন্দের সহিত গৌড়ে আসিতে পথে সহগামিগণের ব্রজভাব—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৫ম অঃ—"রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহামতি। হইলেন মূর্ত্তিমতী যেহেন রেবতী।।" ঐ অন্ত্য, ষষ্ঠ অঃ—"যাঁর দৃষ্টিপাতে কৃষ্ণে হয় রতি মতি।" চৈঃ চঃ আদি, ১১শ পঃ ২২সংখ্যা দ্রষ্টব্য। ইনি পুরীতে সমুদ্রকূলে ছিলেন এবং তথাকার 'স্থাননিরূপণ' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

১৩০। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য—'বাসুদেব'—ইঁহার নাম। ইনি বর্ত্তমান নবদ্বীপ বা চাঁপাহাটী হইতে ২৷৷০ মাইল দূরে 'বিদ্যানগর' নামক পল্লীর প্রসিদ্ধ অধিবাসী মহেশ্বর বিশারদের পুত্র। কথিত আছে, তদানীন্তন ভারতের সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক, মিথিলার বিখ্যাত ন্যায়-বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক পক্ষধর মিশ্রের নিকট হইতে সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া নবদ্বীপে ন্যায়ের বিদ্যালয় স্থাপন-পূর্ব্বক অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। ন্যায়-শাস্ত্রের ইতিহাসে ইহা যুগান্তর প্রবর্ত্তন করিয়াছে। তদবধি নবদ্বীপ মিথিলাকে গৌরবহীন করিয়া অদ্যাপি সমগ্র ভারতে সর্ব্বপ্রধান ন্যায়-বিদ্যাপীঠ বলিয়া পরিচিত। কাহারও মতে, ইঁহারই ছাত্র সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক 'দীধিতি'কার রঘুনাথ-শিরোমণি। যাহা হউক, (সার্ব্বভৌম) ন্যায় ও বেদান্তশাস্ত্রে প্রচুর পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিয়াও ক্ষেত্র-সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক নীলাচলে বেদান্তের অধ্যাপনা করাইতেন। মহাপ্রভুকে শাঙ্কর-ভাষ্যানুমোদিত বেদান্ত শ্রবণ করাইয়া, পরে প্রভুর নিকট হইতে প্রকৃত বেদান্তার্থ অবগত হন। ইনি প্রভুর ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করেন। তাঁহার রচিত 'চৈতন্য-শতকে' গৌর-ভক্তি প্রকটিত আছে ; বিশেষতঃ, "বৈরাগ্যবিদ্যা নিজভক্তিযোগ" শ্লোকদ্বয় সার্ব্বভৌমের পাণ্ডিত্যের সীমা। প্রভুর সার্ব্বভৌমের সহিত সাক্ষাৎকার ও তাহার সহিত বিচার ও

(৫) কাশীমিশ্র, (৬) প্রদ্যুম্নমিশ্র, (৭) রায় ভবানন্দ ।

কাশীমিশ্র, প্রদ্যুম্নমিশ্র, রায় ভবানন্দ ।
যাঁহার মিলনে প্রভু পাইলা আনন্দ ॥ ১৩১ ॥

আলিঙ্গন করি' তাঁরে বলিল বচন ।
তুমি পাণ্ডু, পঞ্চপাণ্ডব—তোমার নন্দন ॥ ১৩২ ॥

(৮) শ্রীরায়-রামানন্দাদি পঞ্চভ্রাতা ঃ—

রামানন্দ রায়, পট্টনায়ক গোপীনাথ ।
কলানিধি, সুধানিধি, নায়ক বাণীনাথ ॥ ১৩৩ ॥

এই পঞ্চপুত্র তোমার—মোর প্রিয়পাত্র ।
রামানন্দ-সহ মোর দেহ-ভেদ মাত্র ॥ ১৩৪ ॥

অনুভাষ্য

উদ্ধার-বৃত্তান্ত—মধ্য, ষষ্ঠ পঃ দ্রষ্টব্য। গৌঃ গঃ ১১৯ শ্লোক—"ভট্টাচার্য্যঃ সার্ব্বভৌমঃ পুরাসীদ্ গীষ্পতির্দিবি।"

গোপীনাথ আচার্য্য—নবদ্বীপবাসী প্রভুর সঙ্গী বিপ্র। ইঁনি সার্ব্বভৌমের ভগিনীপতি। গৌঃ গঃ ১৭৮ শ্লোক—"পুরা প্রাণসখী যাসীন্নাম্না রত্নাবলী ব্রজে। গোপীনাথাখ্যকাচার্য্যো নির্ম্মলত্বেন বিশ্রুতঃ।।"* কাহারও মতে, ইনি ব্রহ্মা। গৌঃ গঃ ৭৫ শ্লোক—গোপীনাথাচার্য্যনাম্না ব্রহ্মা জ্ঞেয়ো জগৎপতিঃ। নবব্যূহে তু গণিতো যস্তন্ত্রে তন্ত্রবেদিভিঃ।।"

১৩১। কাশীমিশ্র—রাজপুরোহিত। ইঁহারই গৃহে মহাপ্রভুর নীলাচলে অবস্থিতি। পরে সেইস্থান শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত লাভ করিয়া তাঁহার শিষ্য শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর সময়ে 'শ্রীরাধাকান্ত' বিগ্রহ স্থাপন করেন। গৌঃ গঃ ১৯৩ শ্লোক—"মথুরায়াং পুরা যাসীৎ সৈরিন্ধ্রী কৃষ্ণবল্লভা। সাদ্য নীলাচলবাসঃ কাশীমিশ্রঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ।।"

প্রদ্যুম্ন মিশ্র—উড়িষ্যাবাসী। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৫ম অঃ—"শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র কৃষ্ণসুখের সাগর। আত্মপদ যাঁরে দিলা শ্রীগৌরসুন্দর।।" অন্ত্য, ৯ম অঃ—"শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্র প্রেমভক্তির প্রধান।" (চৈঃ চঃ মধ্য, ১০ পঃ ৪৩)—"প্রদ্যুম্নমিশ্র ইহঁ বৈষ্ণব-প্রধান। জগন্নাথের 'মহাসোয়ার' ইহঁ 'দাস' নাম।।" অশৌক্র-ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত মহাভাগবত শ্রীরামানন্দের নিকট শৌক্রব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব প্রদ্যুম্নমিশ্রের হরিকথা-শ্রবণরূপ শিষ্যত্ব প্রদান করিয়া প্রভুর কৃপা-প্রসঙ্গ—অন্ত্য, ৫ম পঃ দ্রষ্টব্য।

ভবানন্দ রায়—শ্রীরামানন্দ রায়ের পিতা। পুরী হইতে পশ্চিমে ছয়ক্রোশ দূরে ব্রহ্মগিরি বা আলালনাথের নিকট ইঁহার বাসস্থান। ইনি জাতিতে শৌক্রকরণ। তাঁহার পঞ্চপুত্র—১৩৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। তিনি পূর্ব্বে 'পাণ্ডুরাজ' বলিয়া পরিচিত।

১৩৪। রামানন্দরায়—গৌরগণোদ্দেশে ১২০-১২৪ শ্লোক—"প্রিয়নর্ম্মসখঃ কশ্চিদর্জ্জুনঃ পাণ্ডবোঽর্জ্জুনঃ। মিলিত্বা সমভূদ্রামানন্দরায়ঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ।। অতো রাধাকৃষ্ণভক্তিপ্রেম-তত্ত্বাদিকং কৃতী। রামানন্দো গৌরচন্দ্রং প্রত্যবর্ণয়দন্বহম্।। ললিতেত্যাহুরেকে যত্তদেকে নানুমন্যন্তে। ভবানন্দং প্রতি প্রাহ গৌরো যস্ত্বং পৃথাপতিঃ॥ গোপ্যার্জ্জুনীয়য়া সার্দ্ধমেকীভূয়াপি পাণ্ডবঃ। অর্জ্জুনো যদ্রায়-রামানন্দ ইত্যাহুরুত্তমাঃ।। অর্জ্জুনীয়াভবত্তূর্ণং অর্জ্জুনোঽপি চ পাণ্ডবঃ। ইতি পাদ্মোত্তরখণ্ডে ব্যক্তমেব বিরাজতে।। তস্মাদেতত্রয়ং রামানন্দ-রায়-মহাশয়ঃ।।"* কাহারও মতে ইনি বিশাখা দেবী (মধ্য, ৮ম এবং অন্ত্য, ৫ম পঃ দ্রষ্টব্য)। অন্তরঙ্গ-ভক্তমধ্যে ইঁহার স্থান অত্যন্ত উচ্চে। প্রভুর উক্তি—"আমি ত' সন্ন্যাসী, আপনা বিরক্ত করি' মানি। দর্শন দূরে, প্রকৃতির নাম যদি শুনি।। তবহিঁ বিকার পায় মোর তনু মন। প্রকৃতি-দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন।। নির্ব্বিকার দেহ-মন কাষ্ঠ-পাষাণ সম। আশ্চর্য্য তরুণী-স্পর্শে নির্ব্বিকার মন।। এক রামানন্দের হয় এই অধিকার। তাতে জানি,—অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার।। তাঁহার মনের ভাব তিনিই জানে মাত্র। তাহা জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র।। ** গৃহস্থ হঞা নহে রায় ষড়্‌বর্গের বশে। বিষয়ী হইয়া সন্ন্যাসীরে উপদেশে।।"

শ্রীস্বরূপ ও ইঁহার সহিত মহাপ্রভু শেষলীলায় নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী রাধার মহাভাব-বৈচিত্র্যসমূহ আস্বাদন করিতেন (মধ্য, ২য় পঃ ৭৭) ; ইঁহার শুদ্ধসখ্যে প্রভু বশীভূত (ঐ ৭৮)। সার্ব্বভৌমের উক্তি—"রামানন্দ রায় আছে গোদাবরী-তীরে। অধিকারী হয়েন তেঁহো বিদ্যানগরে।। পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁর সমা।। পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস,—দুঁহের তেঁহো সীমা।।" শ্রীরামরায়ের সহিত প্রভুর মিলন ও রায়ের মুখে সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব কীর্ত্তন করাইয়া শ্রবণ, প্রভুর রসরাজ-মহাভাব-রূপ প্রদর্শন, প্রভুর উক্তি,—"আমি এক বাতুল, তুমি দ্বিতীয় বাতুল।

** পূর্ব্বে যিনি ব্রজে রত্নাবলী-নামা প্রাণসখী ছিলেন, তিনিই অধুনা গোপীনাথাচার্য্য-নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তন্ত্রবাদিগণ যাঁহাকে তন্ত্রে নবব্যূহ-মধ্যে গণনা করেন, সেই জগৎপতি ব্রহ্মা গোপীনাথাচার্য্য বলিয়া জানিতে হইবে।*

** শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নর্ম্মসখা শ্রীঅর্জ্জুন এবং পাণ্ডব-অর্জ্জুন মিলিত হইয়া গৌরপ্রিয় শ্রীরামানন্দ রায় হইয়াছেন। অতএব কৃতী রামানন্দ প্রতিদিনই গৌরচন্দ্রের নিকট রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব প্রভৃতি বর্ণনা করিতেন। কেহ তাঁহাকে শ্রীললিতা বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা আবার কেহ বলেন না, যেহেতু শ্রীগৌরসুন্দর ভবানন্দ-প্রতি বলিয়াছিলেন,—'তুমি কুন্তীপতি রাজা পাণ্ডু'। বিজ্ঞগণ বলেন,—অর্জ্জুনীয়-নাম্নী গোপী ও পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন একীভূত হইয়া শ্রীরায়রামানন্দ হইয়াছেন। পাদ্মোত্তর-খণ্ডে ইহা ব্যক্ত আছে যে, অর্জ্জুনীয়া অর্জ্জুন হইয়াছিলেন। অতএব শ্রীললিতাদেবী (অথবা প্রিয়নর্ম্মসখা অর্জ্জুন?), শ্রীমতী অর্জ্জুনীয়া এবং পাণ্ডব-অর্জ্জুন—এই তিনজনের মিলিত-রূপ শ্রীরায়-রামানন্দ।*

(৯) রাজা প্রতাপরুদ্র, (১০) কৃষ্ণানন্দ, (১১) পরমানন্দ মহাপাত্র, (১২) শিবানন্দ ঃ—

প্রতাপরুদ্র রাজা, আর ওঢ্র কৃষ্ণানন্দ ।
পরমানন্দ মহাপাত্র, ওঢ্র শিবানন্দ ॥ ১৩৫ ॥

অনুভাষ্য

অতএব তোমায় আমায় হই সমতুল।।" রামরায়কে রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়া শ্রীক্ষেত্রে যাইবার জন্য আজ্ঞা (মধ্য, ৮ম পঃ) ; প্রভুর দাক্ষিণাত্যে প্রচারান্তে রামরায় সহ পুনর্মিলন ও প্রভুকে নীলাচলে প্রেরণ করিয়া (মধ্য, ৯ পঃ ৩১৯-৩৩৫) পরে নীলাচলে প্রভুসহ মিলন (মধ্য, ১১শ পঃ ১৫) ; রাজা প্রতাপরুদ্রকে প্রভুর কৃপা পাওয়াইবার জন্য রায়ের যত্ন (মধ্য, ১২ পঃ ৪১-৫৭), রথযাত্রা-দিবসে কীর্ত্তনান্তে সার্ব্বভৌম সহ জলকেলি (মধ্য, ১৪ পঃ ৮২) ; প্রভুকে বৃন্দাবনে যাইতে দিতে অনিচ্ছা (ঐ ১৬ পঃ, ১০, ৮৫), অবশেষে প্রভুর অনুরোধে বাধ্য হইয়া অনুমোদন ও কটকে রাজার সহিত প্রভুর মিলন (ঐ ১০৫) ; রেমুণা হইতে রায়কে প্রভুর বিদায়-দান (ঐ ১৫৩) ; বৃন্দাবনে না গিয়া প্রভুর গৌড়দেশ হইয়া নীলাচলে রায়ের সহিত মিলন (ঐ ২৫৪) ; শ্রীরূপের সহিত রসালোচনা ও রূপের কবিত্ব প্রশংসা—অন্ত্য, ১ম পঃ ১১৫-১৯৬ ; রামরায়ের ও সনাতনের বৈরাগ্য সাম্য (ঐ ২০১) ; শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রেমরসপাত্র—সাড়ে তিনজনের অন্যতম (অন্ত্য, ২য় ১০৬) ; সনাতনের সহিত মিলন (অন্ত্য, ৪র্থ ১১০) ; প্রভুর প্রেরিত প্রদ্যুম্নমিশ্রকে কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন ; প্রভুকর্ত্তৃক রায়ের প্রশংসা (অন্ত্য ৫ম ৪-৮৫) ; "সুবল যৈছে পূর্ব্বে কৃষ্ণসুখের সহায়। গৌরসুখ-দানহেতু তৈছে রাম রায়।।" (অন্ত্য, ৬ পঃ ৯) ; "কহনে না যায় রায়রামানন্দের প্রভাব। রায়-প্রসাদে জানিলাম ব্রজের শুদ্ধভাব।।" (৭ পঃ ৩৬) ; "রামানন্দরায় —কৃষ্ণরসের নিদান। তেঁহ জানাইল, কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।।" (ঐ ২৩) ; শেষলীলায় রামরায় ও স্বরূপের নিকট কৃষ্ণবিরহ-বিলাপ-রসগীতাস্বাদন (অন্ত্য, ১৪-২০ পঃ)। ইনি 'শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ' নাটক রচনা করিয়াছিলেন।

১৩৫। প্রতাপরুদ্র—গঙ্গাবংশীয় (গজপতি) উৎকল সম্রাট্। কটকে ইঁহার রাজধানী ছিল। ইনি মহাপ্রভুর গুণাবলী শ্রবণ করিয়া দীনবেশে অনেক সেবা ও উৎকণ্ঠার পর রামরায় ও সার্ব্বভৌমের সাহায্যে তাঁহার কৃপা লাভ করেন। গৌঃ গঃ ১১৮ শ্লোক—"ইন্দ্রদ্যুম্নো মহারাজো জগন্নাথার্চ্চকঃ পুরা। জাতঃ প্রতাপরুদ্রঃ সন্ সম ইন্দ্রেণ সোঽধুনা।।" তাঁহার ইচ্ছাক্রমে কর্ণপূরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক লিখিত হয়।

পরমানন্দ মহাপাত্র—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৫ম অঃ—"উৎকলে জন্মিয়াছিল যত অনুচর। সবে চিনিলেন নিজ প্রাণের ঈশ্বর।। শ্রীপরমানন্দ মহাপাত্র মহাশয়। যাঁর তনু শ্রীচৈতন্য,—ভক্তি-রসময়।।"

(১৩) ভগবান্ আচার্য্য, (১৪) ব্রহ্মানন্দ ভারতী, (১৫) শিখি ও (১৬) মুরারি মাহিতি ঃ—

ভগবান্ আচার্য্য, ব্রহ্মানন্দাখ্য ভারতী ।
শ্রীশিখি মাহিতি, আর মুরারি মাহিতি ॥ ১৩৬ ॥

অনুভাষ্য

১৩৬। ভগবান্ আচার্য্য—হালিসহরবাসী, পুত্রের নাম—রঘুনাথ (ভক্তিরত্নাকর)। ইনি খঞ্জ ছিলেন। মধ্য ১০ পঃ ১৮৪—"**ভগবান্ আচার্য্য। প্রভুপদে রহিলা দুঁহে ছাড়ি' সর্ব্ব কার্য্য।।" অন্ত্য, ২য় পঃ—"পুরুষোত্তমে প্রভুপাশে ভগবান্ আচার্য্য। পরম পণ্ডিত তেঁহো সুপণ্ডিত আর্য্য।। সখ্যভাবাক্রান্ত-চিত্ত গোপ-অবতার। স্বরূপ গোসাঞিসহ সখ্য-ব্যবহার।। একান্তভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্য-চরণ। মধ্যে মধ্যে প্রভুর তেঁহো করে নিমন্ত্রণ।।" ইঁহারই গৃহে প্রভুর ভিক্ষাকালে ছোটহরিদাস মাধবীদেবীর নিকট হইতে সূক্ষ্ম তণ্ডুল ভিক্ষা-উপলক্ষে প্রকৃতি সম্ভাষণ করায় মহাপ্রভু তাঁহাকে বর্জ্জন করেন (অন্ত্য, ২য় ১০১-১৬৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। ইনি অত্যন্ত উদার ও সরল ছিলেন, ইঁহার পিতা শতানন্দ খাঁ যেমন ভয়ানক বিষয়ী ছিলেন, ইঁহার অনুজ গোপাল ভট্টাচার্য্য তদ্রূপ মায়াবাদী ছিলেন। তিনি কাশীতে মায়াবাদ ভাষ্য অধ্যয়ন করিয়া পুরীতে জ্যেষ্ঠের নিকট গমন করিলে, ইঁনি স্নেহবশতঃ তাহার নিকট মায়াবাদ শুনিতে চাহিলেও উহা ভক্তিবিরোধী বলিয়া শ্রীস্বরূপকর্ত্তৃক নিবারিত হন (অন্ত্য ২য় পঃ ৮৯-১০০)। একদিন ইঁহার পূর্ব্বপরিচিত এক বঙ্গদেশীয় 'যদ্বা তদ্বা' কবি একটী ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধী নাটক রচনা করিয়া আনিয়া ইঁহার বাসায় অবস্থান করিয়া প্রভুকে উহা শুনাইতে ইচ্ছা করিলেন। শ্রীস্বরূপের সন্দেহ সত্ত্বেও তাঁহাকে ঐ নাটক শুনিবার জন্য ইনি অত্যন্ত অনুরোধ করায় তৎকর্ত্তৃক নান্দীশ্লোক পঠিত হইতেই শ্রীস্বরূপ তাঁহার নাটকে প্রচুর ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধ প্রদর্শন করিলেন। অবশেষে কবি ভক্তগণের চরণে শরণ গ্রহণ করেন (অন্ত্য, ৫ম পঃ ৯১-১৬৬)। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩য় অঃ দ্রষ্টব্য। গৌরগণোদ্দেশে ৭৪ শ্লোক—"আচার্য্যো ভগবান্ খঞ্জঃ কলা গৌরস্য কথ্যতে।"

শিখি মাহিতি—গৌঃ গঃ ১৮৯ শ্লোক—"রাগলেখা কলা-কেল্যৌ রাধাদাস্যৌ পুরা স্থিতে। তে জ্ঞেয়ে শিখিমাহাতী তৎস্বসা মাধবী ক্রমাৎ।।"* ইনি ও ইঁহার ভগিনী উভয়েই প্রভুর উৎকল-বাসী অন্তরঙ্গ অধিকারী ভক্ত ; যথা—চৈতন্যচরিত-মহাকাব্যে

** পূর্ব্বে রাগলেখা ও কলাকেলী-নাম্নী যে দুই শ্রীরাধাদাসী ছিলেন, তাঁহারাই অধুনা যথাক্রমে শিখি মাহিতি এবং তৎভগ্নী মাধবী বলিয়া জানিতে হইবে।*

(১৭) মাধবীদেবী ঃ—

মাধবীদেবী—শিখি মাহিতির ভগিনী ।
শ্রীরাধার দাসীমধ্যে যাঁর নাম গণি ॥ ১৩৭ ॥

(১৮) কাশীশ্বর, (১৯) গোবিন্দ ঃ—

ঈশ্বরপুরীর শিষ্য—ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর ।
শ্রীগোবিন্দ-নাম তাঁর প্রিয় অনুচর ॥ ১৩৮ ॥

তাঁর সিদ্ধিকালে দোঁহে তাঁর আজ্ঞা পাঞা ।
নীলাচলে প্রভুস্থানে মিলিল আসিয়া ॥ ১৩৯ ॥

গোবিন্দ ও কাশীশ্বরের গৌর-সেবা ঃ—

গুরুর সম্বন্ধে মান্য কৈল দুঁহাকারে ।
তাঁর আজ্ঞা মানি' সেবা দিলেন দোঁহারে ॥ ১৪০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৮। গোবিন্দ ও কাশীশ্বর—ঈশ্বরপুরীর শিষ্য। ঈশ্বরপুরীর সিদ্ধিপ্রাপ্তি-কালে তাঁহার আজ্ঞামতে নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট আসেন।

অনুভাষ্য

১৩ সর্গ ৮৯-১০৯—পুরুষোত্তমক্ষেত্রে শিখি মাহিতি (মহান্তি) নামক এক বিমল চিত্ত করুণহৃদয় মহাত্মা বাস করেন। তিনি নীলাচলতিলক শ্রীজগন্নাথের দাসস্বরূপ। 'মুরারি মাহিতি' নামক ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, এবং তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী শুদ্ধবুদ্ধিমতী মাধবীদেবী। প্রিয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও কনিষ্ঠা ভগিনী, উভয়েই গৌরসুন্দরের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহাদের সহজাত নিশ্চলা শুভবুদ্ধি কখনই শ্রীগৌরসুন্দরের বিস্মৃতি পোষণ করে নাই। সম্প্রতি বৃন্দাবনচন্দ্র কৃষ্ণ গৌরচন্দ্ররূপে এই ধরণীতলে উদিত হইয়া এই ভ্রাতাভগিনীর শুভ গৌরস্নেহরাশি নিয়ত বিধান করিতেছেন। নীলাচলেন্দ্র জগন্নাথের প্রেমভৃত্য নিজ-অগ্রজ শিখি মাহিতিকে শ্রীগৌরসুন্দরের ভজন করাইবার নিমিত্ত ইঁহাদের নিরতিশয় যত্ন দেখা গিয়াছিল, কিন্তু শিখি মাহিতি কিছুতেই গৌরভজনে রত হইলেন না।

অপর একদিবস অনুজগণের উপদেশক্রমে ও নিয়ত বহু মানসিক আলোচনা করিতে করিতে নিদ্রিত হইলে তিনি রজনী-শেষে চকিত হইয়া 'গৌরপাদপদ্মদর্শনকারী অনুজগণ তাঁহাকে জাগরিত করিতেছে' এইরূপ একটী স্বপ্ন দর্শন করিলেন। এই আশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শনে পুলকপ্রযুক্ত ও হর্ষহেতু দ্বিগুণ চকিত হইয়া ক্রমশঃ অশ্রুপূর্ণ নয়নদ্বয় উন্মীলনপূর্ব্বক অনুজদ্বয়কে দেখিলেন। জাগ্রত হইয়াই সমীপাগত ঐ মহৎ অনুজদ্বয়কে দেখিতে পাইয়া অতি হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। ইহাতে তাঁহারা সকলেই বিস্মিত হইলেন। শিখি মাহিতি তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন,—"ভাই, আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছি, তোমরা তাহা শ্রবণ কর, উহা অতি বিচিত্র। শ্রীশচীসুতের মহিমা যে অপ্রমেয়, অদ্যই কেবল আমার তাহাতে প্রত্যয় হইল। দেখিলাম, গৌরসুন্দর নীলাচলেন্দ্রকে দর্শনপূর্ব্বক তাঁহাতে ক্ষণে ক্ষণে প্রবেশ ও পুনঃ পুনঃ বহির্গত হইয়া আবার তাঁহাকে দেখিতেছেন—এইরূপ লীলা বিস্তার করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য! আমি এখনও পরমেশ্বর গৌরসুন্দরকে তদবস্থই দেখিতেছি, আমার লোচন কি ভ্রান্ত হইতেছে? হায়! সেই অসীম কৃপাসিন্ধু গৌরসুন্দর আমাকে জগন্নাথদেবের সমীপগত দেখিয়া আমার নাম গ্রহণপূর্ব্বক, দীর্ঘ উন্নত ললিত বাহুদ্বারা আমাকে যেন আলিঙ্গন করিলেন। এইরূপে উৎপুলকিতাঙ্গ হইয়া শিখি অশ্রুপূর্ণলোচনে প্রেমগদ্‌গদ বাক্যে ঐ সকল কথা বলিতে বলিতে তথা হইতে বহির্গত হইলেন। মুরারি ও মাধবী জ্যেষ্ঠের এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে প্রভুর দর্শন-নিমিত্ত জগন্নাথদর্শনে যাইতে কহিলেন। তখন তিনজনেই সম্মত হইয়া নীলাচল-পতির দর্শনজন্য গমন করিলেন। মুরারি ও মাধবী প্রভুকে জগমোহনে দর্শন করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, কিন্তু অগ্রজ শিখিমাহিতি প্রভুকে স্বপ্নে যেমন দেখিয়াছিলেন, চতুর্দ্দিকে গৌরসুন্দরকে ঠিক তদ্রূপভাব-বিশিষ্ট দর্শন করায় তাঁহার হৃদয় প্রেমে উৎফুল্ল হইল। মহাবদান্য মহাপ্রভুও তাঁহাকে 'তুমি মুরারির অগ্রজ' এই বলিয়া বাহুযুগলদ্বারা আলিঙ্গন করিলেন ; শিখি মাহিতিও গৌরসেবাময় বুদ্ধিযুক্ত হইয়া অতিশয় সুখ লাভ করিলেন। তদবধি শিখি মাহিতি গৌরপাদ-পদ্মগন্ধে সমস্ত ভুলিয়া গিয়া অভীষ্টদেব শ্রীগৌরের সেবা করিতে লাগিলেন।

মুরারি মাহিতি—মধ্য, ১০ম পঃ ৪৪—"মুরারি মাহিতি ইহঁ শিখি-মাহিতির ভাই। তোমার চরণ বিনা অন্য গতি নাই।।"

১৩৭। মাধবী দেবী—(অন্ত্য, ২য় পঃ ১০৪-১০৬)—"প্রভু লেখা করে যাঁরে রাধিকার গণ। জগতের মধ্যে পাত্র—সাড়ে তিনজন।। স্বরূপ গোসাঞি, আর রায় রামানন্দ। শিখি মাহিতি—তিন, তাঁর ভগিনী—অর্দ্ধজন।।"

১৩৮। গোবিন্দ—মহাপ্রভু নিজ-সেবক। গৌঃ গঃ ১৩৭—"পুরা বৃন্দাবনে চেটৌ স্থিতৌ ভৃঙ্গার-ভঙ্গুরৌ। শ্রীকাশীশ্বর-গোবিন্দৌ তৌ জাতৌ প্রভু-সেবকৌ।।"* প্রভুর সহিত ঈশ্বর-পুরী-শিষ্য গোবিন্দের মিলন—(মধ্য, ১০ম পঃ ১৩১-১৪৮)। 'গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধদাস্যরসে' প্রভু বশীভূত—(মধ্য, ২য় পঃ ৭৮)। প্রভুর সেবার জন্য প্রভুর দেহ অতিক্রম করিয়া গমনেও

* *যাঁহারা পূর্ব্বে বৃন্দাবনে ভৃঙ্গার ও ভঙ্গুর-নামক যে দুই 'চেট' ছিলেন, তাঁহারাই শ্রীগৌরসেবক কাশীশ্বর ও গোবিন্দ।*

অঙ্গসেবা গোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বর ।
জগন্নাথ দেখিতে আগে চলে কাশীশ্বর ॥ ১৪১ ॥
অপরশ যায় গোসাঞি মনুষ্য-গহনে ।
মনুষ্য ঠেলি' পথ করে কাশী বলবানে ॥ ১৪২ ॥

(২০) রামাই, (২১) নন্দাই ঃ—

রামাই-নন্দাই—দোঁহে প্রভুর কিঙ্কর ।
গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করে নিরন্তর ॥ ১৪৩ ॥
বাইশ ঘড়া জল দিনে ভরেন রামাই ।
গোবিন্দের আজ্ঞায় সেবা করেন নন্দাই ॥ ১৪৪ ॥

(২২) কালাকৃষ্ণদাস বিপ্র ঃ—

কৃষ্ণদাস-নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ ।
যারে সঙ্গে লৈয়া কৈল দক্ষিণ গমন ॥ ১৪৫ ॥

(২৩) বলভদ্র ভট্ট ঃ—

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য—ভক্তি-অধিকারী ।
মথুরা-গমনে প্রভুর যেঁহো ব্রহ্মচারী ॥ ১৪৬ ॥

(২৪) বড় হরিদাস, (২৫) ছোট হরিদাস ঃ—

বড় হরিদাস, আর ছোট হরিদাস ।
দুই কীর্ত্তনীয়া রহে মহাপ্রভুর পাশ ॥ ১৪৭ ॥

(২৬) রামভদ্র, (২৭) সিংহেশ্বর, (২৮) তপনাচার্য্য,
(২৯) রঘুনাথ, (৩০) নীলাম্বর ঃ—

রামভদ্রাচার্য্য, আর ওড্র সিংহেশ্বর ।
তপন আচার্য্য, আর রঘু, নীলাম্বর ॥ ১৪৮ ॥

(৩১) সিঙ্গাভট্ট, (৩২) কামাভট্ট, (৩৩) শিবানন্দ,
(৩৪) কমলানন্দ ঃ—

সিঙ্গাভট্ট, কামাভট্ট, দন্তুর শিবানন্দ ।
গৌড়ে পূর্ব্বে ভৃত্য প্রভুর প্রিয় কমলানন্দ ॥ ১৪৯ ॥

(৩৫) অচ্যুতানন্দ ঃ—

অচ্যুতানন্দ—অদ্বৈত-আচার্য্য তনয় ।
নীলাচলে রহে প্রভুর চরণ আশ্রয় ॥ ১৫০ ॥

(৩৬) গঙ্গাদাস, (৩৭) বিষ্ণুদাস ঃ—

নির্লোম গঙ্গাদাস, আর বিষ্ণুদাস ।
এই সবের প্রভুসঙ্গে নীলাচলে বাস ॥ ১৫১ ॥

কাশীপ্রবাসী—(১) চন্দ্রশেখর, (২) তপনমিশ্র,
(৩) শ্রীরঘুনাথ ভট্ট ঃ—

বারাণসী-মধ্যে প্রভুর ভক্ত তিনজন ।
চন্দ্রশেখর বৈদ্য, আর মিশ্র তপন ॥ ১৫২ ॥
রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য—মিশ্রের নন্দন ।
প্রভু যবে কাশী আইলা দেখি' বৃন্দাবন ॥ ১৫৩ ॥

শ্রীভট্ট রঘুনাথের বিবরণ ঃ—

চন্দ্রশেখর-গৃহে কৈল দুইমাস বাস ।
তপন-মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা দুই মাস ॥ ১৫৪ ॥
রঘুনাথ বাল্যে কৈল প্রভুর সেবন ।
উচ্ছিষ্ট-মার্জ্জন আর পাদ-সম্বাহন ॥ ১৫৫ ॥
বড় হৈলে নীলাচলে গেলা প্রভুর স্থানে ।
অষ্টমাস রহিল ভিক্ষা দেন কোন দিনে ॥ ১৫৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪২। অপরশ—বিনা স্পর্শ করিয়া।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে দশম পরিচ্ছেদ ।

অনুভাষ্য

গোবিন্দের দ্বিধা ছিল না, কিন্তু নিজের জন্য তৎকার্য্যে অপরাধ-ভয়—"গোবিন্দ কহে, আমার সেবা সে নিয়ম। অপরাধ হউক্ কিংবা নরকে গমন।।"—মধ্য ১০ম পঃ ৮২-১০০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৪৩। রামাই ও নন্দাই—গৌঃ গঃ ১৩৯—"পয়োদ-বারিদৌ প্রাগ্ যৌ নীরসংস্কারকারিণৌ। তাবদ্য ভৃত্যৌ রামায়ির্নন্দায়িশ্চেতি বিশ্রুতৌ।।"* ইঁহারা গোবিন্দের আনুগত্যে প্রভুর সেবা করিতেন।

১৪৫। কৃষ্ণদাস—মধ্য, ৭ম ও ৯ম পরিচ্ছেদে ইঁহার প্রসঙ্গ বর্ণিত আছে। জলপাত্র বহিবার উদ্দেশে এই সরল বিপ্র প্রভুর সহিত দক্ষিণে যান। মালাবার দেশে ভট্টথারিগণ ইঁহাকে স্ত্রীরূপে মোহিত করিয়া আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করে দেখিয়া গৌরহরি তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া নীলাচলে প্রত্যাগত হইয়া বিদায় দেন।

১৪৬। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য—ব্রজের মধুরেক্ষণা। সন্ন্যাসিগণের পাকাদি ব্যবহারিক কর্ম্মকাণ্ড নিষিদ্ধ। তাঁহারা গৃহস্থের নিকট ঐ গুলি গ্রহণ ও স্বীকার করেন। সন্ন্যাসিগণ—গুরু, ব্রহ্মচারিগণ—শিষ্য। বলভদ্র মহাপ্রভুর নিকট বৃন্দাবনগমনকালীয় ব্রহ্মচারীর কার্য্য করিয়াছিলেন।

১৪৭। ছোট হরিদাস—ইঁহার প্রসঙ্গ অন্ত্য, ২য় পঃ দ্রষ্টব্য।

১৫০। অচ্যুতানন্দ—আদি, ১২ পঃ ১৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫২। তপনমিশ্র—মহাপ্রভু যেকালে বঙ্গদেশে গিয়াছিলেন, তৎকালে ইনি সাধন ও সাধ্যতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়া প্রভুর নিকট হইতে হরিনাম লাভ করেন ; পরে প্রভুর আজ্ঞায় কাশীতে বাস করেন। কাশীবাসকালে প্রভু ইঁহারই গৃহে ভিক্ষা স্বীকার করিতেন।

* *পূর্ব্বে যাঁহারা জলসংস্কারকারী পয়োদ ও বারিদ ছিলেন, সেই দুই ভৃত্য রামাই ও নন্দাই নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।*

প্রভুর আজ্ঞা পাঞা বৃন্দাবনেরে আইলা ।
আসিয়া শ্রীরূপ-গোসাঞির নিকটে রহিলা ॥ ১৫৭ ॥
তাঁর স্থানে রূপ-গোসাঞি শুনেন ভাগবত ।
প্রভুর কৃপায় তেঁহো কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত ॥ ১৫৮ ॥

শাখা-প্রশাখা-ক্রমে অসংখ্য গৌরভক্তদ্বারা ত্রিভুবনোদ্ধার ঃ—

এইমত সংখ্যাতীত চৈতন্য-ভক্তগণ ।
দিঙ্মাত্র লিখি, সম্যক্ না যায় কথন ॥ ১৫৯ ॥
একৈক-শাখাতে লাগে কোটি কোটি ডাল ।
তার শিষ্য-উপশিষ্য, তার উপডাল ॥ ১৬০ ॥
সকল ভরিয়া আছে প্রেম-ফুল-ফলে ।
ভাসাইল ত্রিজগৎ কৃষ্ণপ্রেম-জলে ॥ ১৬১ ॥
এক এক শাখার শক্তি অনন্ত মহিমা ।
'সহস্র বদনে' যার দিতে নারে সীমা ॥ ১৬২ ॥
সংক্ষেপে কহিল মহাপ্রভুর ভক্তগণ ।
সমগ্র বলিতে নারে 'সহস্র-বদন' ॥ ১৬৩ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬৪ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং মূলস্কন্ধ-শাখাবর্ণনং নাম দশম-পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

১৫৩-১৫৮। রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য—ছয় গোস্বামীর অন্যতম এবং তপন মিশ্রের পুত্র। আনুমানিক ১৪২৫ শকে তাঁহার জন্ম। ভাগবত-শাস্ত্রে ইঁহার সবিশেষ কৃতিত্ব। অন্ত্য, ১৩ পঃ "রঘুনাথ ভট্ট পাকে অতি সুনিপুণ। যেই রান্ধে সেই হয় অমৃত-সমান।। পরম সন্তোষে প্রভু করেন ভোজন। প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র ভট্টের ভক্ষণ।। অষ্টমাস রহি' প্রভু ভট্টে বিদায় দিল। 'বিবাহ না করিহ' বলি' নিষেধ করিল।। 'বৃদ্ধ মাতাপিতা যাই' করহ সেবন। বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন।। পুনরপি একবার আসিহ নীলাচলে।' এত বলি' কণ্ঠমালা দিল তাঁর গলে।।" "চারি বৎসর ঘরে পিতা-মাতার সেবা কৈল। বৈষ্ণব-পণ্ডিত-ঠাঁই ভাগবত পড়িল।। পিতা-মাতায় কাশী পাইলে উদাসীন হঞা। পুনঃ প্রভুর ঠাঁই আইলা গৃহাদি ছাড়িয়া।।" "আমার আজ্ঞায়, রঘুনাথ, যাহ বৃন্দাবনে। তাঁহা যাঞা রহ রূপ-সনাতন-স্থানে।। ভাগবত পড়, সদা লহ কৃষ্ণনাম। অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্।। এত বলি' প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈলা। প্রভুর কৃপাতে কৃষ্ণপ্রেমমত্ত হৈলা।। চৌদ্দহাত জগন্নাথের তুলসীর মালা। সেই মালা, ছুটাপান প্রভু তাঁরে দিলা।।" "রূপ-গোসাঞির সভায় করে ভাগবত পঠন। ভাগবত পড়িতে আউলায় তাঁর মন।। পিকস্বর কণ্ঠ, তাতে রাগের বিভাগ। এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় চারি রাগ।। নিজ-শিষ্যে কহি' গোবিন্দের মন্দির করাইল। বংশী-মকর-কুণ্ডলাদি ভূষণ করি' দিল।। গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনে, না কহে জিহ্বায়। কৃষ্ণকথা-পূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায়।। বৈষ্ণবের নিন্দ্যকর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে। সবে কৃষ্ণভজন করে,—এইমাত্র জানে।।" গৌঃ গঃ ১৮৫ শ্লোক—রঘুনাথাখ্যকো ভট্টঃ পুরা যা রাগমঞ্জরী। কৃত-শ্রীরাধিকাকুণ্ড-কুটীরবসতিঃ স তু।।"

ইতি অনুভাষ্যে দশম পরিচ্ছেদ।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—একাদশপরিচ্ছেদে প্রভু-নিত্যানন্দের গণসকল বর্ণিত হইয়াছে। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

নিত্যানন্দ-গণসমূহের নমস্কার ঃ—

নিত্যানন্দ-পদাম্ভোজ-ভৃঙ্গান্ প্রেমমধূন্মদান্ ।
নত্বাখিলান্ তেষু মুখ্যা লিখ্যন্তে কতিচিন্ময়া ॥ ১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। প্রেমরূপ মধুপানোন্মত্ত নিত্যানন্দপাদপদ্মের ভৃঙ্গ-সকলকে নমস্কার করিয়া তন্মধ্যে কয়েকটী মুখ্যভক্তের নামোল্লেখ করিতেছি।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
তাঁহার চরণাশ্রিত যেই, সেই ধন্য ॥ ২ ॥

অনুভাষ্য

১। প্রেমমধূন্মদান্ (প্রেম এব মধু তেন উন্মদান্) অখিলান্ (সর্ব্বান্) নিত্যানন্দপদাম্ভোজভৃঙ্গান্ (প্রভুপাদপদ্মভ্রমরান্) নত্বা (প্রণম্য) তেষু (ভক্তেষু) কতিচিৎ মুখ্যাঃ [ভক্তাঃ] ময়া লিখ্যন্তে।